স্থানে কাহারও নিকট পত্র সম্বলিত পাঠাইতে হইলে, পত্র মধ্যস্থিত মোট টাকা বা দ্রব্যের মোট মূল্য ও তাহার নাম লেফাফার উপরে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিতে হয়। তৎপরে, ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসিয়া এই আফিসে ঐ পত্রের রেজেষ্টারি ফি বা খরচ ও ইন্সিওর করার ফি বা খরচ দিয়া রেজেষ্টারি করিতে হয়। তৎপরে, সেই পত্র সম্বলিত টাকা, নোট বা দ্রব্য (A ddressec য়্যাড্রাসী অর্থাৎ যাঁহার নিকট পাঠান হইয়াছে বা হয়, তাঁহারই নিকট নির্ব্বিঘ্নে পোঁহুছে। না পোঁহুছিলে বা কোন রকমে খোয়া গেলে, সেই পত্র মধ্যস্থিত লিখিত সমুদয় টাকা, নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে পোষ্ট মাষ্টারকে জানাইলে, (পোষ্ট্যাল গাইড্ নামক পুস্তক দেখ) ফেরৎ পাওয়া যায়। ইহার দায়ী গভর্ণমেন্ট।

৭। ইন্সিওর্ড পার্সেল আফিসের পরের ঘরের দেওয়ালে সাইন্-বোর্ডে লিখিত আছে, যথা ;—

"Savings Bank Department Open from 10 A.M. to 4 P. M. সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ডিপার্টমেণ্ট ওপেন্ ফ্রম ১০ এ, এম, টু ৪ পি, এম—অর্থাৎ টাকা জমা রাখিবার দপ্তর প্রাতঃকালে ইংরাজি ১০ ঘটিকা হইতে বৈকালে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত এই আফিস খোলা থাকে। এই সময়ের মধ্যে যাঁহার ইচ্ছা, তিনি আসিয়া টাকা জমা দিতে পারেন (Postal Guide পোষ্ট্যাল গাইড্ নামক কেতাব দেখ, আর আর বিষয়ের জন্য)

৮। সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ডিপার্টমেণ্টের পরের ঘরের দেওয়ালের সাইন্ বোর্ডে লিখিত আছে, যথা ;—

"Money order office Open from 10 A. M. to 4 P, M. মণি অর্ডার আফিস ওপেন্ ফ্রম ১০ এ, এম, টু ৪ পি, এম,—প্রাতঃকালে ইংরাজি ১০ ঘটিকা হইতে বৈকালে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত

এই মণি অর্ডার আফিস খোলা থাকে। এই সময়ের মধ্যে যথায় ইচ্ছা তথায় টাকা পাঠান যায়।

৯। মণি অর্ডার আফিসের পরে পূর্ব্ব মুখে যে আফিস বা ঘর আছে, সেই ঘরের দরজার উপর সাইন্ বোর্ডে লিখিত আছে, যথা,—

"Dead Letter office." ডেড্ লেটার অফিস—অর্থাৎ যে সকল চিঠিপত্র ডাক যোগে পাঠান যায়, কোন কারণ বশতঃ ঠিক্ ঠিকানায় না পৌছছায়, অর্থাৎ সেই পত্রের লেফাফার উপর প্রেরকের নাম ও ঠিকানা যদি না লিখিত থাকে, তাহা হইলে, সেই পত্র এই ডেড্ লেটার অফিসে আসিয়া কিছু কাল অর্থাৎ কোন নির্দ্দিষ্ট দিনের জন্য পাড়য়া থাকে। যাঁহার নামে পাঠান হইয়াছে, তিনি যদি ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না আইসেন, বা তল্লাস না করেন, তাহা হইলে, উক্ত পত্র বা চিঠি এই ডেড্ লেটার আফিসে খোলা হয়; পরে, তাহা প্রেরকের নিকট ফেরৎ পাঠান হয়।

পূর্ব্বোক্ত দক্ষিণ দিকের হলের দাক্ষণ-পশ্চিম ও দাক্ষণ-পূর্ব্ব কোণের দুই দিকের দুই কোণে কাষ্ঠ নির্ম্মিত দুইটি সোপান-শ্রেণী আছে। এই সকল সোপানাবলী অবলম্বন করিয়া দ্বিতলের উপর উঠিতে হয়।

এই দ্বিতলস্থ ঘর বা হল সকলের মেঝের উপর নারিকেল দড়ী নির্ম্মিত ম্যাটিং অর্থাৎ মাদুরের ন্যায় সর্ব্ব স্থানেই বিছানা আছে। লোক সকল যাতায়াত করিলে, পায়ের জুতার শব্দ হইবে না এবং হয়ও না।

এই সকল ঘর অতিশয় বড় ও বহুদূর বিস্তৃত। ইহার মধ্যে ডেস্ক মেজ ও চেয়ার বা কেদারা সকল অনেক দূর পর্য্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কেতাব, কাগজ, কলম, দোয়াত ইত্যাদি ডেস্ক বা টেবিলের উপরে রক্ষিত রহিয়াছে। ইংরাজ, ফিরিঙ্গী,

মুসলমান ও বাঙ্গালী কেরাণীগণ এই সকল চেয়ারে বসিয়া কেহ পড়িতেছে, কেহ লিখিতেছে, কেহ বা অন্যান্য কার্য্য করিতেছে। এইরূপ কত লোক নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।

গ্রীষ্ম কালে বায়ু সেবনের জন্য ঝালর সহ টানাপাথা সকল ছাদের উপর ঝুলান রহিয়াছে। আলোর নিমিত্ত কাচ নির্ম্মিত ডুম সকল গ্যাসের পাইপ বা চোং সকল ছাদের উপর দেওয়ালের গায়ে ঝাড় লণ্ঠন, ও দেওয়ালগিরির রূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে; দেখিলে, দর্শক আনন্দিত হয়েন।

এই বাড়ীটি অতিশয় বৃহৎ। এরূপ কৌশলে এইটি নির্ম্মিত হইয়াছে যে, ইহার বাহির দিকে চারিটি ও ভিতর দিকে কয়েকটি উপরে উঠিবার নিমিত্ত সোপান-শ্রেণী আছে। এই সকলের মধ্যে যে কোন একটি অবলম্বন করিয়া উপরে উঠিয়া, ইহার চারি-দিকস্থ হলে বা ঘরে বা গোম্বুজে ইত্যাদি সমস্ত স্থানে অনায়াসে ভ্রমণ করা যায়।

এই জেনারল পোষ্ট আফিসে চাকুরী সূত্রে বহুসংখ্যক লোক প্রতিপালিত হয়।

ইতিহাসে যে অন্ধকূপ হত্যার বিষয় লিখিত আছে। এই আফি-সের উত্তর দিকের গেটে ঢুকিতে, যাতায়াতের রাস্তার খানিকটা জমি প্রস্তরে মণ্ডিত আছে। এই সেই অন্ধকূপ, যাহার উপরি-ভাগ প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত আছে। আন্দাজ ৫। ৬ পাঁচ ছয় বৎসর গত হইল, ইংরাজ কর্ত্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কাষ্টাম হাউস বিল্ডিং।

এই কাষ্টাম হাউস-বিল্ডিংটি দ্বিতল ও প্রকাণ্ড এবং বহুদূর বিস্তৃত। ইহার পূর্ব্ব দিকে ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটের সহিত মিলিত ডেল হাউসি স্কোয়ার

স্ট্রীট নামক রাজপথ। উত্তর দিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওএ হাউস। পশ্চিম দিকে ষ্ট্র্যাণ্ড রোড নর্থ নামক রাজপথ ও দক্ষিণ দিকে জেনারল পোষ্ট অফিস বিল্ডিং। প্রবেশের নিমিত্ত এই কাষ্টাম হাউসের দুই দিকে চারিটি অত্যন্ত বৃহৎ বৃহৎ গেট আছে। দুইটি পূর্ব্ব দিকে ও ইহার সোজাসুজি পশ্চিম দিকে আর দুইটি। উত্তর-পূর্ব্ব দিকের ফটকের ভিতর প্রবেশ করিয়া, বাম অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের দরজার ভিতর একটি ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। এই ঘরে অনেক লোক, কেহ দণ্ডায়মান হইয়া, কেহ বা বসিয়া, আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। এই আফিসে প্রত্যহ বিস্তর লোকের গমনাগমন হয়। ব্যবসাদার মাত্রেই কেহ সমুদ্রযোগে মালপত্র পাঠাইতে, কাহারও মালপত্র সমুদ্রযোগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেই মাল কেহ বা ডিলিভারি লইতে বা গ্রহণ করিতে আসিয়া থাকেন।

এই ঘরে ঢুকিয়াই বাম অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটি সোপান-শ্রেণী আছে। ইহা অবলম্বন করিয়া দ্বিতলের উপর উঠিতে হয়। উঠিয়া, পশ্চিম দিকে বা সম্মুখেই ক্যাস অফিস, (Cash office) অর্থাৎ টাকা কড়ীর লেনা দেনা এই স্থানেই হইয়া থাকে।

এই সিঁড়ি হইতে উঠিয়াই দক্ষিণ অর্থাৎ বাম দিকে একটি প্রকাণ্ড হল আছে। এই হলের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখা যায় যে, এইটি তিন স্তবক বা তিন ভাগে বিভক্ত দালান। ইহার প্রথম ভাগ কাটগড়া দিয়া ঘেরা। ইহার পর, অর্থাৎ মধ্যস্থলে যাতায়াতের রাস্তা। এই রাস্তার পর, তৃতীয় ভাগও কাটগড়া দিয়া ঘেরা। কাটগড়া দিয়া ঘেরা স্থান সকলের মধ্যে আফিস বা দপ্তর সকল আছে। এই সকল আফিসের মধ্যে বা ভিতর সাধারণের পক্ষে প্রবেশ নিষেধ। কেবল ইংরাজ, ফিরিঙ্গী, মুসলমান ও বাঙ্গালী ইত্যাদি কেরাণীগণ আছেন।

এই কাটগড়ার ভিতর বহুদূর বিস্তৃত শ্রেণীবদ্ধ চেয়ার, ডেস্ক ও মাঝে মাঝে টেবিলও আছে। ইহার পর, শ্রেণীবদ্ধ চেয়ার সকল

হিয়াছে। এই সকল চেয়ারের উপর কেরাণীগণ বসিয়া, সম্মুখস্থিত ডেস্কের উপর কেতাব, কাগজ, কলম, দোয়াত ইত্যাদি রাখিয়া, কেহ লিখিতেছেন, কেহ পড়িতেছেন, কেহ বা অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

কাহারও সম্মুখস্থিত ডেস্কের পরস্থ কাটগড়ার বাহিরে 'আমার পাশ খানা সই হল কি?' বলিয়া কতক্ষণ ধরিয়া কত কত লোক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ সই করা পাশ লইয়া অপর অপর স্থানে সই করাইতে যাইতেছে। আবার বাহির হইতে কেহ কেহ পাশের ফারম হাতে লইয়া সইএর জন্য এই স্থানে আসিয়া, উহা হাতে করিয়া লইয়া, দণ্ডায়মান হইয়া, অপেক্ষা করিতেছে এবং কেরাণী বাবুদের হাত-আজাড় ফুরসৎ বা সাবকাশ হইবামাত্র হস্তস্থিত পাশের ফারম সকল কেরাণী বাবুদিগকে দিয়া সাগ্রহে কহিতেছে যে, 'মহাশয়, একটু শীঘ্র করিয়া সই করিয়া দিউন' বলিয়া, দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

প্রত্যেক পাশে (মাল পত্র ডিলিভারি লইতে গেলে) প্রায় ১৬।১৭ ষোল সতর জন কেরাণীর সই লইতে হয়। এরূপ পাশ প্রায় আন্দাজ দুই চারি শত বা ইহার অধিক হইবে, যাহা নিত্য সই করিতে ও করাইতে হয়। সর্ব্বশেষে, কালেক্টার সাহেবের দস্তখত হইবে; তৎপরে, গঙ্গার ধারে জেটীতে গিয়া, আবার ইংরাজ, বাঙ্গালী ইত্যাদি ৫।৭ পাঁচ সাত জন কেরাণীর দস্তখত সেই সকল পাশে লইতে হয়। তৎপরে, সেই পাশে লিখিত মাল সকল লইয়া, সেই সকল দস্তখত করা পাশ দিয়া, আবার ছাড় পাশ লইয়া গেটে আসিয়া, সেই ছাড় পাশ গেটের চৌকিদার বা রক্ষককে দেখাইয়া, তবে সেই মাল রাস্তায় আনিয়া নিজবাসে আনিতে হয়।

সমুদ্রযোগে কোন মালপত্র পাঠাইতে হইলেও এইরূপ পাশ সকলে সই করাইয়া লইতে হয়; তবে, ইহাতে অপেক্ষাকৃত কম লোকের

দস্তখত লইতে হয়; এ জন্য, পূর্ব্বাপেক্ষা একটু সহজে ও অল্প সময়েই হয়; কিন্তু কোন মালের ডিলিভারি লইতে হইলে, অনেক বিলম্ব হয়। যে ব্যক্তি এই কার্য্যে যায়, সে যদি এ সকল বিষয় ভালরূপে অবগত না থাকে, তাহার পক্ষে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ; অর্থাৎ, তাহার আর কষ্ট রাখিবার স্থান থাকে না। হয় ত, সে ব্যক্তি এক দিনের স্থানে তিন দিন লাগায়, তাহাতেও বোধ হয়, তাহার কার্য্য সিদ্ধি হয় না। এই জন্য, যাঁহাদের এই রকম কার্য্য প্রায় সর্ব্বদা হয়, তাঁহারা কেবল এই কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত রাখেন। এরূপ অনেক হাউসওয়ালাদের বাড়ীর লোক আছে।

আর যাঁহাদের এ সকল কার্য্য অল্প পরিমাণে, অর্থাৎ মাসান্তে বা মাসের মধ্যে দুইটা কি চারিটা এরূপ কার্য্য করিতে, অর্থাৎ ডিলিভারি লইতে হয়, তাঁহাদের পক্ষে কাষ্টাম হাউসের ল্যাণ্ডিং সরকার দ্বারা এরূপ কার্য্য করাইয়া লওয়াই ভাল। কারণ, এই ল্যাণ্ডিং-সরকারেরা কাষ্টাম হাউসের প্রায় সমস্ত বিষয়ই অবগত থাকে। তাহাদের পক্ষে ইহা সহজ। এই ল্যাণ্ডিং-সরকারেরা গভর্ণমেণ্ট হইতে বেতন পায় না। ইহারা ইহাদের পরিশ্রমের উচিত মূল্য পাইলেই সন্তোষ লাভ করে।

এই কাষ্টাম হাউসের চারি দিকে চারিটি সোপান-শ্রেণী আছে। এই সকল সোপানাবলী অবলম্বন করিয়া দ্বিতলের উপর উঠা যায়; কিন্তু দক্ষিণ দিকে যে দুইটা আছে, তাহা প্রায়ই বন্ধ থাকে। কেবল উত্তর দিকে যে দুইটি সোপান শ্রেণী আছে, সাধারণে সকলেরই জন্য অর্থাৎ সকলেই এই দুইটি সোপান অবলম্বন করিয়াই দ্বিতলের উপর উঠিয়া আফিস সকলে যাতায়াত করে।

এই সকল আফিসে ইংরাজ, ফিরিঙ্গী, মুসলমান ও অধিকাংশ বাঙ্গালী ইত্যাদি বহুসংখ্যক কেরাণীগণ চাকুরী-সূত্রে প্রতিপালিত হইতেছে।

গ্রীষ্মকালে বায়ু সেবন জন্য ঝালর সহ টানা পাখা সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আলোর নিমিত্ত গ্যাসের পাইপের মস্তকোপরি কাচ নির্ম্মিত গোল ডুম সকল রক্ষিত থাকাতে, এই সকল অফিস এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

জেল-ডিপো। এই কাষ্টম হাউসের পশ্চিম-উত্তর দিকের গেটের উত্তরাংশে ও ষ্ট্রাণ্ড নর্থ নামক রাজপথের পূর্ব্বাংশে এই জেল ডিপো সংস্থাপিত আছে। জেল-পরিশ্রম অর্থাৎ কয়েদীদের পরিশ্রমে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন বা প্রস্তুত করা হয়, সেই সমস্ত দ্রব্য এই স্থানে আনাইয়া বিক্রীত হয়। এখানে সতরঞ্চ, গালিচা ইত্যাদি বহুবিধ রকমের জিনিষ পত্র সকল বিক্রীত হয়। এরূপ ভাবে ঐ সমস্ত দ্রব্য এ স্থানে সুসজ্জিত থাকে যে, দেখিলে আনন্দিত হইতে হয়।

রাইটার্স বিল্‌ডিং।

কলিকাতা কাষ্টাম হাউসের পূর্ব্ব দিকে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সহিত মিলিত ডেল্‌ হাউসি স্কোয়ার ওএষ্ট নামক যে রাজপথ আছে, তাহার পূর্ব্ব দিকের মধ্যে লিয়ন্স রেঞ্জ নামক যে রাজপথ আছে, তাহার দক্ষিণ দিকে ও পশ্চিম দিকে, (ইহারই পূর্ব্ব দিকে সেণ্ট এণ্ড্রুর চর্চ স্কচ্‌ কার্ক নামক গির্জ্জা,) পূর্ব্বোক্ত লালদিঘীর উপরে ডেলহাউসি নর্থ নামক যে রাজপথ আছে, এই রাজপথের নিজ উত্তরাংশে এই রাইটার্স বিল্‌ডিং নামক ইমারৎটি ইংরাজগণ কর্ত্তৃক ইংরাজি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত ও সংস্থাপিত। এই ইমারতটি তিন তলা ও বহুদূর বিস্তৃত ইহার আয়তন।

এই প্রকাণ্ড ও বহুদূর বিস্তৃত বিল্ডিংটি পূর্ব্ব পশ্চিমে আন্দাজ ৬০০ ছয় শত হাত। উত্তর দাক্ষণে চৌড়াও আন্দাজ ৪০০ চারিশত হাত হইবে। ইহা আশ্চর্য্য কৌশলের খিলান সকলের উপর

নির্ম্মিত। ইহার মধ্যে এক খানি কড়ি বা বরগা নাই; সমস্তই খিলানের উপর রক্ষিত আছে। ইহার পোক্ত গাঁথনিও অতিশয় মজবুৎ।

এই বিল্ডিংটির দৃশ্য অতি চমৎকার। এত বড় বিল্ডিং দেখিতে যেন এক খানি ছবি মত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার দক্ষিণ দিকে লালদিঘী। এই লালদিঘীর মধ্যস্থিত কোন স্থান হইতে দেখিলে, ইহা যেন চিত্র বিচিত্র করা এক খানি অত্যুৎকৃষ্ট ছবির ন্যায় বোধ হয়। ইহার দেওয়ালের গায়ে স্থানে স্থানে লাইনে লাইনে খোদিত, অর্দ্ধ হস্ত চৌড়া নক্সা বকল, গজদন্তের উপর খোদিত নক্সা সকলের ন্যায় পরিকার পরিচ্ছন্ন ও অতীব সুন্দর শোভায় এই ইমারতটি পরিশোভিত রহিয়াছে।

এই বিল্ডিংটির ছাদের দক্ষিণের প্রাচীরের উপরি ভাগে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব সীমার মধ্যে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত কয়েকটি অত্যুৎকৃষ্ট একত্র বদ্ধ মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। ঐ সকলের মধ্যে প্রথম মূর্ত্তিটির নাম, উহার পদের নিম্ন ভাগে ইংরাজি ভাষায় লিখিত ও খোদিত আছে—"Sciencc" সায়েন্স অর্থাৎ বিদ্যা, বিজ্ঞান-শাস্ত্র।

একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি ইংরাজি পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি পরিধান-পূর্ব্বক নানা শোভায় শোভিত হইয়া মধ্য স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মস্তকে এক রকম বিলাতী ধরণের টুপি। ইহার শোভা অতি মনোলোভা। এই মূর্ত্তিটির নাসিকা, মুখমণ্ডল, চক্ষু, কর্ণ ও গণ্ডদেশ ইত্যাদি স্থানের সৌন্দর্য্যের বিষয় অধিক আর কি লিখিব। তিল ফুলের সুষমার অপেক্ষাও অধিক তাহার নাসিকার শোভা। শরৎ কালীন চন্দ্রের আভার ন্যায় তাহার মুখমণ্ডলের জ্যোতি। পদ্ম-দলের ন্যায় তাহার সুবিশাল চক্ষুর্দ্বয় যেন ভাসিতেছে। এই রূপ তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পারিপাটী রূপে খোদিত ও নির্ম্মিত। ইহারই পদতলে "Science" কথাটি খোদিত আছে। এই সায়েন্স নামক স্ত্রী মূর্ত্তিটির ডাইনে ও বাম

পার্শ্বে ইংরাজ পরিচ্ছদধারী পরম রূপবান্ দুইটি পুরুষ মূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহাদের নাসিকা, মুখ, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা তাহাদের সমস্ত শরীরের সুগঠন অতি চমৎকার ভাবে নির্ম্মিত। প্রবাদ আছে যে, পরীদের তুল্য সুগঠন যুক্ত, সৌন্দর্য্যশালী, সুশ্রী, সুবেশধারী মানবাকৃতি আর কুত্রাপ নাই; অতএব, তাহাদের সহিত তুলনা করিলে,বা এই মূর্ত্তি কয়েকটির রূপ তাহাদের ন্যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এগ্রিকাল চার। এই সায়েন্স বা বিদ্যা বা বিজ্ঞান শাস্ত্রের মুর্ত্তির পর, অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে আর একটি একত্র বদ্ধ মূর্ত্তি আছে। ইহার নাম মূর্ত্তির নিম্ন ভাগে "Agriculture" এগ্রিকাল্চার বলিয়া ইংরাজি ভাষায় খোদিত ও লিখিত আছে। এগ্রিকাল্চার কথার অর্থ কৃষিকর্ম্ম।

মূর্ত্তি—একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক ইংরাজি পরিচ্ছদ ও আর আর অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া, নানা শোভায় শোভিত হইয়া, মধ্যস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মস্তকে বিলাতী ধরণের একটি টুপি সুন্দর শোভায় শোভিত। এই মূর্ত্তিটির মুখ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, গণ্ডদেশ,গলদেশ ইত্যাদি স্থানের সৌন্দর্য্যের বিষয় লিখিতে হইলে, অনেক লিখিতে হয় বলিয়া, সংক্ষিপ্ত ভাবে কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইল। তাহার মুখ খানি ভাসা ভাসা যেন ঢল ঢল করিতেছে। চক্ষু দুইটি অতি বিশাল, আকর্ণ বিস্তীর্ণ। বাঁশীর মত নাসিকার গঠন। চন্দ্রের আভার ন্যায় তাহার মুখমণ্ডলের শোভা অতি চমৎকার। তাহার অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সুন্দর রূপে খোদিত ও নির্ম্মিত। এই এগ্রিকাল্চার নামক মূর্ত্তিটি এক খানি কাস্তে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ইহারই পদতলে (Agriculture) কথাটি লিখিত আছে। ইহার দুই পার্শ্বে অর্থাৎ বামে ও দক্ষিণে আর দুইটি পুরুষের মূর্ত্তি রহিয়াছে! ইহাদের আকৃতি অর্থাৎ নাক মুখ চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অতি উত্তম রূপে নির্ম্মিত এবং অতি সুন্দর রূপে গঠিত। দেখিলে, আনন্দিত হইতে হয়। দেখিবারও যোগ্য। এই তিন মূর্ত্তি একত্র বদ্ধ।

কমাস্। এগ্রিকাল্চার নামক একত্র বদ্ধ তিনটি মূর্ত্তির পর, অর্থাৎ পূর্ব্বে দিকে কমার্স নামক একত্র বদ্ধ তিনটি মূর্ত্তি আছে। কমার্স (Commerse) এটি ইংরাজি কথা, ইহার অর্থ বাণিজ্য।

এই মূর্ত্তি একটি অতীব সুন্দরী স্ত্রীলোকের। নানালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া ও ইংরাজি পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক নানা শোভার শোভিতা হইয়া, নিজ দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করতঃ ভূমির দিকে হেলাইয়া মধ্য স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার শোভা অতি পরিপাটী। এই মূর্ত্তিটির গণ্ডদেশ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গলদেশ ইত্যাদির সৌন্দর্য্য বড়ই নেত্র-তৃপ্তিকর। হরিণের বিশাল চক্ষুর ন্যায় মনোলোভা ইহার চক্ষুর্দ্বয়। বাঁশীর ন্যায় নাসিকার শোভা। বিদ্যুতের আভার ন্যায় ইহার মুখমণ্ডলের দীপ্তি। এইরূপে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সুচারূপে নির্ম্মিত। ইহারই পদতলে (Commerse) কথাটি লিখিত আছে। এটি কমার্স নামক স্ত্রী মূর্ত্তির ডাইনে ও বামে অর্থাৎ পশ্চিমে ও পূর্ব্বে দিকে ইংরাজি পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয় পরম রূপবান্ দুইটি পুরুষ মূর্ত্তি, একটি দণ্ডায়মান হইয়া ও অপরটি বসিয়া রহিয়াছে।

ইহাদের মুখ, চক্ষু কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা তাহাদের সমস্ত শরীরের সুগঠনযুক্ত অবয়ব অতি মনোহর ভাবে নির্ম্মিত। ইহাদের তুলনার স্থান, সুগঠন যুক্ত, সৌন্দর্য্যশালী, সুশ্রী, সুবেশধারী মানবাকৃতির মধ্যে পরীলোক (ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে যদি পরীলোক নামে কোন লোক থাকে, তবে পরীলোক) ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না।

জষ্টিস্। পূর্ব্বোক্ত কমার্স নামক একত্র বদ্ধ তিনটি মূর্ত্তির পর, অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে এই জষ্টিস্ নামক একত্র বদ্ধ আর তিনটি মূর্ত্তি আছে। জষ্টিস্ (justice) এটি ইংরাজি কথা, ইহার অর্থ,— ন্যায়বিচার, বিচারকর্ত্তা।

ইহারও মূর্ত্তি একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোকের। নানা প্রকার আভরণ ভূষিত হইয়া, ইংরাজি-পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক নানা শোভায়, শোভিত হইয়া, মধ্য স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার শোভা অতি মনোলোভা। এই মূর্ত্তিটির মুখমণ্ডল, নাসিকা, চক্ষু কর্ণ, গণ্ডদেশ, গলদেশ ইত্যাদি স্থানের সৌন্দর্য্য অতীব মনোহর। মৃগের বিশাল ও বিস্তীর্ণ চক্ষুর ন্যায় সৌন্দর্য্যশালী ইহার চক্ষুদ্বয়। নাসিকার আকার ও শোভা বাঁশীর ন্যায়। শশধরের আভায় তুল্য ইহার মুখমণ্ডলের প্রভা। এই প্রকার তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সুস্পষ্ট ও সুচারু রূপে খোদিত ও নির্ম্মিত। ইহারই পদতলে (justice) জষ্টিস্ কথাটি খোদিত আছে।

এই জষ্টিস্ নাম্নী স্ত্রী মূর্ত্তিটির ডাইনে বামে দুই পার্শ্বে অর্থাৎ পশ্চিম ও পূর্ব্ব দিকে ইংরাজি পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক পরম রূপবান্ আর দুইটি পুরুষ মূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহাদেরও মুখ, চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বা তাহাদের সমস্ত শরীরের সুগঠন অতি শ্রীতকর ভাবে খোদিত ও নির্ম্মিত। ইহাদেরও তুলনার স্থান, পূর্ব্বোক্ত সুগঠনযুক্ত, সৌন্দর্য্যশালী, সুশ্রী ও সুবেশধারী মানবাকৃতির মধ্যে, পরীলোক (যদি পরীলোক নামে কোন লোক ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে থাকে, তবে পরীলোকই) ভিন্ন আর কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না।

এই সকল মূর্ত্তি ভিন্ন আরও কয়েকটি একক মূর্ত্তি আছে। ইহাদের মূর্ত্তিও স্ত্রী মূর্ত্তি। প্রত্যেকের হস্তে বল্লমের ন্যায় একটি করিয়া দণ্ড রহিয়াছে। ইহাদের মূর্ত্তি, অর্থাৎ মুখ, চক্ষু, কর্ণ, গণ্ড-

দেশ, গলদেশ ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সুন্দর রূপে খোদিত ও নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাদের শোভা ও সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে আনন্দিত হইতে হয়।

এই রাইটার্স্ বিল্ডিংএর দ্বিতল ও ত্রিতলের উপরি ভাগে দক্ষিণ দিকে বারাণ্ডা আছে। এই সকল বারাণ্ডা পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা প্রায় ৬০০ ছয় শত হাত; চৌড়া আন্দাজ ৬।৭ ছয় বা সাত হাত।

এই বারাণ্ডার মেঝে অতি পরিষ্কার, ঝক্ মক্ করিতেছে। অনেক কৌশলে অনেক বুদ্ধি খাটাইয়া, অতি সুন্দর ও পরিপাটী রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। শাদা শাদা, কাল কাল, লাল লাল ইত্যাদি নানা রঙে রঞ্জিত শ্বেত মার্ব্বল ও অন্যান্য রঞ্জিত প্রস্তরের ন্যায় সতরঞ্চ খেলার চিত্র বিচিত্র করা ছোট ছোট ঘর গুলির মত, নানা রঙে রঞ্জিত ছোট ছোট চৌকা চৌকা আন্দাজ ৩ তিন ইঞ্চ স্কোয়ারের কোন দ্রব্য এই বারাণ্ডার উত্তর ও দক্ষিণ উভয় প্রান্তের আন্দাজ ১ এক হাত করিয়া চৌড়া স্থানে বেমালুম জোড়ে কোণা কোণী ভাবে বসান রহিয়াছে। উক্ত উভয় প্রান্তের মধ্য স্থলে আন্দাজ চারি পাঁচ হাত চৌড়া স্থানে ঐরূপ নানা রঙে রঞ্জিত অর্দ্ধ হাত স্কোয়ারের কোন দ্রব্য বেমালুম যোড়ে বসান রহিয়াছে। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যে, চিত্রকরেরা নানা প্রকার রং দিয়া অঙ্কিত ও চিত্রিত করিয়াছে; কিন্তু ইহা সেরূপ নহে। ইহাতে কোন রঞ্জিত দ্রব্য চৌকা চৌকা করিয়া কাটিয়া জোড়-মিলাইয়া যথাযোগ্য স্থানে বসান হইয়াছে। ইহা যেন এক খানি লম্বা বিলাতী কার্পেট বিছান রহিয়াছে। ইহার সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিস্মিত, চমৎকৃত ও আনন্দিত হইতে হয়।

এই বারাণ্ডার উত্তরাংশে পূর্ব্বোক্ত বারাণ্ডার ন্যায় পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা শ্রেণীবদ্ধ বড় বড় ঘর সকল আছে। এই ঘরগুলি আন্দাজ ২০।২৫।৩০ পঁচিশ ত্রিশ হাত চৌড়া। এই সকল ঘরের মধ্যে আফিস সকল

আছে। এই সকল আফিস ঘরের উত্তর দিকে অপর কোন বিল্ডিং নাই, সমস্তই খোলা। কেবল পূর্ব্ব-উত্তর ধারে এই বিলডিংএর সংলগ্ন আর একটি এইরূপ ত্রিতল বিল্ডিং আছে। এই সমস্ত বিল্ডিং গুলি প্রশংসনীয় ও আনন্দ-বর্দ্ধন-কারী এবং দেখিবার যোগ্য।

এই বিল্ডিংএর পূর্ব্ব পশ্চিম ও মধ্যস্থলে কাষ্ঠ নির্ম্মিত তিনটি সোপান-শ্রেণী আছে। এই সকল সোপানাবলী অতি পরিষ্কার। এই গুলি অবলম্বন করিয়া দ্বিতলে উঠিতে হয়; তৎপরে, ত্রিতলের উপর উঠিতে হয়। উঠিয়া সম্মুখেই বারাণ্ডা। এই বারাণ্ডার উপর দিয়া সকল আফিস ঘরে যাওয়া যায় ও যাইতে হয়।

এই সকল প্রত্যেক আফিস ঘরের ভিতর বহুদূর বিস্তৃত শ্রেণীবদ্ধ চেয়ার, ডেস্ক এবং মাঝে মাঝে টেবিলও আছে। এই শ্রেণীবদ্ধ চেয়ার সকলের উপর বহুসংখ্যক কেরাণীগণ বসিয়া সম্মুখস্থিত ডেস্ক বা টেবিলের উপর কেতাব, কাগজ, কলম ও দোয়াত ইত্যাদি রাখিয়া, কেহ লিখিতেছেন, কেহ পড়িতেছেন, কেহ বা অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

এই সকল আফিসে ইংরাজ, ফিরিঙ্গি, মুসলমান ও বহুসংখ্যক বাঙ্গালী কেরাণীগণ চাকুরী-সূত্রে প্রতিপালিত হন।

গ্রীষ্ম কালে বায়ু সেবন জন্য ঝালর সহ টানাপাখা সকল শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আলোর নিমিত্ত গ্যাসের পাইপের মস্তকোপরি কাচ নির্ম্মিত গোল ডুম সকল রক্ষিত থাকাতে, এই সকল আফিস এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

স্কচ্ কার্ক বা গির্জ্জা। এই রাইটার্স বিল্ডিংএর পূর্ব্ব দিকে লিয়ন্স নামক রাজপথ। এই রাজপথের পূর্ব্বাংশেই (Saint Andrew's Church) সেণ্ট্ এণ্ড্রুস্ চার্চ্ বা স্কচ্ কার্ক নামক গির্জ্জা। এই গির্জ্জার উপরি ভাগে চোকা স্থলে চারি দিকে চারিটি বড় বড় ঘড়ি আছে। ইহার ভিতরে ইংরাজেরা ঈশ্বরের উপাসনা করেন।

পূর্ব্বে অর্থাৎ ইংরাজাধিকারের প্রথমাবস্থায় 'মেয়র কোর্ট' নামক আদালত এই স্থানেই ছিল।

এই রাইটার্স বিল্ডিংএর মধ্যে বহুসংখ্যক গভর্ণমেণ্টের দপ্তর বা আফিস আছে, যথা ;—

১। লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণরের কাউন্সিল চেম্বার।

২। বেঙ্গল সেক্রেটেরিএট আফিস।

৩। সেক্রেটারি টু গভর্ণমেণ্ট অব্‌ বেঙ্গল, পাব্‌লিক ওয়ার্ক্‌স ডিপার্টমেণ্ট।

৪। সার্জ্জন জেনারল বেঙ্গল।

৫। রেজিষ্ট্রার অব্‌ এসিওরান্সেস্‌ এবং জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানিজ।

৬। একজিকিউটিভ্‌ এঞ্জিনীয়ার সোণাপুর এবং ডি, এইচ্‌ ষ্টেট্‌ রেলওএ।

৭। ইন্‌স্পেক্টার জেনারল অব্‌ রেজিষ্ট্রেশান।

৮। ইন্‌স্পেক্টার জেনারল অব্‌ জেল্‌স। (বেঙ্গল)

৯। ডিরেক্টার অব্‌ পাব্‌লিক ইন্‌ষ্ট্রাক্সান।

১০। ইন্‌স্পেক্টার জেনারল অব্‌ পুলিস। (লোয়ার প্রভিন্সেস)

১১। একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার ফার্ষ্ট বা প্রথম সারকল এবং ঈষ্টার্ণ কেন্যাল ডিভিজান।

১২। বেঙ্গল সেক্রেটারিএট্‌ একাউণ্টস্‌ ডিপার্টমেণ্ট।

১৩। স্যানিটারি কমিশনার ফর্‌ বেঙ্গল।

১৪। ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সেন্সাস্‌ অপারেসান্স।

১৫। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্‌ ওয়ার্কস।

(ইহারই পর ক্লাইভ্‌ ষ্ট্রীট।)

১৬। গারাণ্টী রেলওয়ের ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের কন্‌সাল্‌টিং এঞ্জিনীয়ারের আফিস।

উপরোক্ত কয়েকটি আফিস ব্যতীত আরও অনেকগুলি আফিস এই রাইটার্স্ বিল্ডিংএর ভিতর আছে। সে সমস্ত উল্লেখ করিতে হইলে, এই পুস্তকের আকার বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া, এ স্থানে আর উল্লেখিত হইল না।

২৭ নং চৌরঙ্গী রোড্—দি ইণ্ডিয়ান ইম্পিরিএল মিউজিয়াম্ জিওলজিক্যাল গার্ডেন অব্ ইণ্ডিয়া এবং জিওলজিক্যাল মিউজিয়াম্। পূর্ব্বোক্ত গড়ের মাঠের পূর্ব্ব দিকে চৌরঙ্গী রোড্ নামক উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি রাজপথ আছে। সমস্ত কলিকাতার মধ্যে যতগুলি রাজপথ আছে, তন্মধ্যে, এই রাজপথটি অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। সর্ব্বাপেক্ষা ইহার বিস্তার অধিক। ইহার পশ্চিম ধারে ফুটপাথ নাই; কিন্তু পূর্ব্ব ধারে প্রস্তর মণ্ডিত ফুটপাথ আছে। এই ফুটপাথের প্রান্ত ভাগে রাস্তায় আলোর নিমিত্ত সারি সারি (১০০ শত হস্ত অন্তর) এক একটি গ্যাসের পাইপের চোং বা পোষ্ট প্রোথিত আছে। এই সকল পোষ্টের মস্তকোপরি কাচ নির্ম্মিত বড় বড় চৌকা লণ্ঠন সকল সুশোভিত রহিয়াছে। রাত্রি কালে এই সকল লণ্ঠনের ভিতর চারি পাঁচ অঙ্গুলি চৌড়া প্রজাপতির ডানার ন্যায় গ্যাসের আলোর শিখা সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া জ্বলে। ইহার আলো অতিশয় উজ্জ্বল ও বহু দূরগামী। এমন কি, দিবালোকের ন্যায় রাস্তা সকল আলোকিত হইয়া, গগনমার্গের যেন উজ্জ্বল তারকামালার ন্যায় এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে।

এই চৌরঙ্গী রোডের দীর্ঘতা উত্তর দিকে ধর্ম্মতলার মোড় (বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের দক্ষিণ শেষ সীমা ধর্ম্মতলার মোড়) ১ নং স্থিত 'হোটেল ডি ইউরোপ' হইতে সুরু হইয়া দক্ষিণ দিকে জোয়ার সাকুলার পর্য্যন্ত শেষ সীমা শেষ হইয়াছে। এই রোডের পূর্ব্ব দিকে ফুটপাথের পূর্ব্ব প্রান্তে শ্রেণীবদ্ধ অত্যুচ্চ, সমশীর্ষ, সুশৃঙ্খল সুসজ্জিত,

সুধা-ধবলিত হর্ম্ম্যমালার শোভা ও সৌন্দর্য্য দূর হইতে দর্শন করিলে, দর্শকবৃন্দকে বিস্মিত, আশ্চর্য্যান্বিত ও অবাক্ হইতে হয়।

এই সকল অট্টালিকা-মালার মধ্যে ২৭ সংখ্যক অতিশয় বৃহৎ ও অত্যুচ্চ একটি ত্রিতল অট্টালিকা আছে। সেই অট্টালিকায় ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম (যাদুঘর) আছে। তথায় বিবিধ প্রকারের অতি প্রাচীন ও আধুনিক কালের নানা প্রকার অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্য সকল এবং প্রাণি-গণের মৃত দেহ সকল অতি যত্নপূর্ব্বক সুশৃঙ্খলে সজ্জিত আছে। উহা দেখিতে প্রত্যহ (রবিবার ও বুধবার ভিন্ন) বহুসংখ্যক নরনারী তথায় যাইয়া থাকে। উহা প্রতি দিন ১০টা হইতে বেলা ৪টা পর্য্যন্ত (ছুটীর দিন ভিন্ন) সাধারণের দেখিবার জন্য খোলা থাকে। ঐ বাটীতে প্রবেশ করিতে হইলে, কোন প্রকার মূল্যাদি লাগে না। উহা সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে অবারিত দ্বার থাকে। ইণ্ডিয়ান্ মিউ-জিয়ামের বিশেষ বিবরণ লিখিতে গেলে, একখানা স্বতন্ত্র বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়িবে; এই জন্য, উহা লিখিতে বিরত হইলাম। সকলেরই উহা একবার দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

চিৎপুর রোড্। এই চিৎপুর রোড্ নামক রাস্তাটি কলি-কাতার মধ্যে অতি প্রাচীন। উহা আজ কাল অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং স্থানে স্থানে প্রশস্ত ও স্থানে স্থানে সঙ্কীর্ণ। ইহার উত্তর চিৎপুর অর্থাৎ বাগবাজারের বা চিৎপুরের বর্ত্তমান খাল হইতে, এই খাল পার হইয়া উত্তর দিকে নিজ চিৎপুর ছাড়াইয়া, ব্যারাকপুর খড়দহ ইত্যাদি বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং এই খাল হইতে দক্ষিণ দিকে কালীঘাট পর্য্যন্ত প্রায় ৫ পাঁচ ক্রোশ লম্বা, এবং কালীঘাটের দক্ষিণেও বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

কলিকাতার মধ্যে এই চিৎপুর রোডের সুরু উত্তর বাগবাজারের খাল হইতে দক্ষিণ বাগবাজার ষ্ট্রীট্ পর্য্যন্ত প্রথম ভাগ। এই বাগ-বাজার ষ্ট্রীট্ হইতে দক্ষিণ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট্ পর্য্যন্ত চিৎপুর রোডের

বাড়ীর ময়লা জল এই সকল নর্দ্দমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া, গঙ্গায় যাইয়া পতিত হইত। উহা হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া, লোক জনকে পীড়িত করিত। এক্ষণে সেই সকল ময়লা জল ও মল মূত্রাদি এই রাস্তার মধ্য স্থলের নিম্ন ভাগে যে ড্রেণ্ ইংরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারই ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, কতক গঙ্গায় ও কতক অন্যান্য স্থানে পতিত হইতেছে। ইহারই নাম ড্রেণ্ Drain।

ড্রেণেজ্ ট্যাক্স। এই ড্রেণের নিমিত্ত কলিকাতার অধিবাসিগণকে স্বতন্ত্র অর্থাৎ আলাহিদা ট্যাক্স অর্থাৎ রাজস্ব বা রাজকর দিতে হয়। এইরূপ ট্যাক্সের নাম ড্রেণেজ্ ট্যাক্স।

এই চিৎপুর রোডের পশ্চিম ধারে ফুটপাথ নাই। কেবল পূর্ব্ব প্রান্তেই আছে। এই ফুটপাথের পূর্ব্ব প্রান্তে ইমারৎ সকল ও অপর অর্থাৎ পশ্চিম প্রান্তে শ্রেণীবদ্ধ সারি সারি বৃক্ষ সকল রোপিত আছে। ইহার শোভা অতি মনোহর।

গ্যাস লাইট। এই সকল বৃক্ষ শ্রেণীর মাঝে মাঝে গ্যাস্ আলোকের নিমিত্ত উচ্চ উচ্চ শূন্যগর্ভ লৌহস্তম্ভ সকল প্রোথিত রহিয়াছে। কাচ নির্ম্মিত বড় বড় চৌকোণা লণ্ঠন সকল এই লৌহস্তম্ভ সকলের উপরিভাগে সুরক্ষিত রহিয়াছে। এই সকল সারি সারি লণ্ঠন মধ্যস্থিত চোঁড়া শিখাযুক্ত উজ্জ্বল আলোক সকল রাত্রি কালে গগন মার্গের তারকা-মালার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া, দিবালোকের ন্যায় আলোক প্রদান করে।

এই চিৎপুর রোডের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিক শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকা-মালায় সুশোভিত রহিয়াছে।

এই সকল অট্টালিকা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ তল এবং উচ্চ। ইহাতে দেশীয় লোক (অধিকাংশই বাঙ্গালী) সকল বাস করেন। কোন কোন বাড়ীর প্রথম তলে দোকান্দারেরা বিবিধ দ্রব্য সকল

জাঁইয়া খরিদ বিক্রয় করিবার আশায়,দোকান খুলিয়া বসিয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে কেহ কোন দ্রব্য খরিদ করিতেছে, কোন স্থানে কেহ কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে। কোন দোকানে খরিদারগণ কোন দ্রব্য খরিদ করিতে আসিয়া দলে দলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই রূপে নানা স্থানে নানা শ্রেণীর লোক নানা বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছে।

ট্রামওএ কার। এই রাস্তা দিয়া ট্রামওএ কার (Tram way Car) অর্থাৎ গাড়ী, কোন খানায় এক ঘোড়া, কোন খানায় দুই ঘোড়া যুতিয়া যাইতেছে ও আসিতেছে। কত শত ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ী, গরু, গরুর গাড়ী ইত্যাদি এই রাস্তা (চিৎপুর রোড্) দিয়া যাতায়াত করিতেছে। ফুটপাথে ও রাস্তায় সর্ব্বদা লোকে লোকারণ্য। এই রাস্তা দিয়া যে কত লোক নিজ নিজ কার্য্যের জন্য উত্তর মুখে এবং দক্ষিণ মুখে অবিরত যাতায়াত করিতেছে, তাহার সংখ্যা হয় না।

মদনমোহনের বাটী। বাগবাজার ষ্ট্রীট হইতে দক্ষিণ মুখে কিছু দূর আসিয়া, রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীট্ নামে একটি গলি আছে। ইহার কথঞ্চিৎ দক্ষিণ মুখে আসিয়া, এই রাস্তার পূর্ব্ব দিকে একটি প্রকাণ্ড বাটী আছে। এই বাটীটি দ্বিতল উচ্চ। ইহার মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তিতে শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ নামে-বিখ্যাত বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। ইহাঁর রীতিমত নিত্য সেবা ও পূজাদি হইয়া থাকে। দোল, ঝুলন ও রাস যাত্রার সময় বহু সমারহের উৎসব ইত্যাদি হইয়া থাকে। এই এই সময় ও অপরাপর পর্ব্বের সময় এখানে মেলা হয়, অর্থাৎ লোকে লোকারণ্য হয়। বহুদূর হইতে এখানে বহুসংখ্যক লোক এই বিগ্রহ দর্শন করিতে আইসে। সময়ে সময়ে এখানে মহোৎসব আদি ও হইয়া থাকে। এই মহোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ, গোস্বামী, বৈষ্ণব, অতিথি ইত্যাদি বহু লোকের এ স্থানে সেবা হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে, এই

বিগ্রহের সেবার নিমিত্ত প্রায় ১২,০০০ বারো হাজার টাকা বাৎসরিক ব্যয় আছে। মৃত মহাত্মা গোকুলচন্দ্র মিত্র বহু দিনাবধি এই বিগ্রহের সেবা করিয়া আসিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে, এই মদনমোহন বিগ্রহ পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের ছিল।

সিদ্ধেশ্বরী তলা। এই মদনমোহনের বাটীর কিঞ্চিৎ দক্ষিণে আসিয়া, এই রাস্তার পূর্ব্ব দিকে একটি একতলা ঘরে এক কালিকা মূর্ত্তির স্থাপনা আছে। ইনি 'বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী' নামে প্রসিদ্ধ আছেন। ইহাঁরও নিয়ম মত নিত্য সেবা ইত্যাদি হইয়া থাকে।

এই সিদ্ধেশ্বরীর বাটী হইতে দক্ষিণ মুখে আসিয়া, কিঞ্চিৎ দূরে একটি পূর্ব্বগামী রাস্তা আছে। ইহার নাম মৃত রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্। এই ষ্ট্রীটের মধ্যে পূর্ব্ব দিকে অল্প দূরে যাইয়া দেখিবে, বহুদূর বিস্তৃত একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা। এই অট্টালিকার মধ্যে উক্ত রাজা নবকৃষ্ণ বাস করিতেন। এক্ষণে তথায় তাঁহার বংশধরেরা বাস করিতেছেন। ইনি (রাজা নবকৃষ্ণ) ইংরাজাধিকারের প্রারম্ভে লর্ড ক্লাইভের নিকট মাসিক ৬০ষাট টাকা বেতনে মুন্সীগিরি কার্য্য করিয়া, মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ৯ নয় লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছিলেন!

(এ বিষয়ে অপর এক খানি নূতন ইতিহাস, যাহা এক্ষণে লিখিত হইতেছে, বিস্তৃত ভাবে তাহাতে বর্ণিত হইবে।)

সভাবাজার। এই গলির পরেই এই অপার চিৎপুর রোডের একটু দক্ষিণ দিকে আসিয়া, এই রাস্তার পূর্ব্ব দিকে একটি বাজার আছে। এই বাজারের নাম সভাবাজার। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বোক্ত রাজা নবকৃষ্ণ স্বীয় মাতৃশ্রাদ্ধের সময় এই বাজারটি স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সে সময় তদীয় বাটীতে একটি মহাসভা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও আর আর বহুসংখ্যক লোক বহু দূর দেশ হইতে এই সভায় সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের সুবিধার জন্য উক্ত রাজবাটীর সন্নিকটে এই

বাজার সংস্থাপিত করা হইয়াছিল। দেশীয় লোকের উপযোগী এবং সময়ের সমস্ত দ্রব্য এই বাজারে পাওয়া যায়।

নন্দরাম সেনের গলি। এই বাজারের পরেই, এই রাস্তা ধরিয়া একটু দক্ষিণে আসিয়াই, পশ্চিমগামী একটি গলিয়্ রাস্তা আছে। এই গলির নাম নন্দরাম সেনের গলি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঠিক্ ইহার মোড়ের মাথায় সাইন্ বোর্ডে ইহা লিখিত আছে।

এই নন্দরাম সেনের গলি ছাড়াইয়া, অপার চিৎপুর রোডের একটু দূরে আসিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, একটি চৌমাথা রাস্তা; অর্থাৎ চারি দিক্ হইতে রাস্তা আসিয়া যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সে স্থানটির নাম চৌমাথা, (square)। এই অপার চিৎপুর রোড্ যে বরাবর দক্ষিণ-গামী, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তৎপরে, এই রাস্তার পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিকের রাস্তার বিষয় এ স্থানে বলা অবশ্যক বিধায়, সংক্ষিপ্ত ভাবে এ স্থানে উল্লিখিত হইল, যথা;—পূর্ব্ব দিকে যে রাস্তাটি গিয়াছে, তাহার নাম গ্রে ষ্ট্রীট্। এই গ্রে ষ্ট্রীট্ এ স্থান হইতে সুরু হইয়া, বরাবর পূর্ব্ব মুখে যাইয়া, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ নামক রাস্তাটি ভেদ করিয়া, অপার সার্কুলার রোড্ নামক রাস্তার সহিত মিলিত হইয়া, এই স্থানেই শেষ হইয়াছে।

সভাবাজার ষ্ট্রীট্। আর এই চিৎপুর রোড্ নামক রাস্তার পশ্চিম দিকে যে রাস্তাটি গিয়াছে, তাহার নাম সভাবাজার ষ্ট্রীট্। এই সভাবাজার ষ্ট্রীট্ এই স্থান হইতে সুরু হইয়া, বরাবর পশ্চিম দিকে গিয়া, গঙ্গাতীরে মিলিত হইয়া, এই স্থানে শেষ হইয়াছে। এই শেষ সীমাতে আবার দক্ষিণ দিক্ হইতে দরমাহাটা ষ্ট্রীট্ আসিয়া, এই স্থানে মিলিত হইয়া, উহার উত্তর সীমা এই স্থানেই শেষ হইয়াছে। এই উভয় ষ্ট্রীটের সম্মিলিত বা যুক্ত স্থানে বহু দিবসাবধি স্নান করিবার একটি ঘাট আছে। পূর্ব্বে এই ঘাটটিতে একটি চাঁদনী ছিল, এক্ষণে তাহা আর নাই। এই ঘাটটি পূর্ব্বে বাঁধা ঘাট ছিল বটে; কিন্তু এক্ষণে

পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এই ঘাটটির নাম রথতলার ঘাট বলিয়া খ্যাত। এক্ষণে ইহার নাম কেবল 'রথ ঘাট' বলিয়াই আছে।

এই চিৎপুর রোডের চৌমাথা রাস্তা, বা সভাবাজার ষ্ট্রীট্ ও গ্রে ষ্ট্রীট্ উভয়ের সংযুক্ত স্থান হইতে দক্ষিণ দিকে আসিয়া, পূর্ব্ব দিকে গোপী সেনের লেন অর্থাৎ গলি। এই গলি পার হইয়া, কিঞ্চিৎ দক্ষিণে আসিয়া, পশ্চিম দিকে বেণেটোলা ষ্ট্রীট্ বরাবর গঙ্গাতীরে গিয়াছে।

এই বেণেটোলার মোড় ছাড়াইয়া, চিৎপুর রোডের উপর দিয়া, কিঞ্চিৎ দক্ষিণ মুখে আসিয়া, পূর্ব্ব দিকে কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট্ (জয় মিত্রের গলি)। ইহার পরই, মশ্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্। ইহার পর, এই কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটের মোড় পার হইয়া, চিৎপুর রোডের উপর দিয়া, কিঞ্চিৎ দক্ষিণ মুখে আসিয়া পূর্ব্ব দিকে দুর্গাচরণ মিত্রের লেন (সোণাগাজী)। তৎপরে, গরাণহাটা ষ্ট্রীট্ (পাঁচু দত্তের গলি)। পূর্ব্ব দিকে গিয়া বীডন ষ্ট্রীটের সহিত মিলিত হইয়াছে।

বীডন ষ্ট্রীট্। ইহার পর বীডন ষ্ট্রীট্ পূর্ব্ব দিকে গিয়া, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ভেদ করিয়া, অপার সার্কুলার রোডের সহিত মিলিত হইয়া, ইহার পূর্ব্ব সীমা শেষ হইয়াছে। ইহার পশ্চিম দিকের শেষ সীমা এই চিৎপুর রোড্।

আহীরীটোলা ষ্ট্রীট্। এই চিৎপুর রোডের পশ্চিম দিকস্থিত পূর্ব্বোক্ত বেণেটোলা ষ্ট্রীটের পর, আহীরীটোলা ষ্ট্রীট্। এই ষ্ট্রীট্ পশ্চিম দিকে গিয়া, দরমাহাটা ষ্ট্রীট্ ভেদ করিয়া, গঙ্গাতীরে মিলিত ও শেষ হইয়াছে।

এই আহীরীটোলা ষ্ট্রীটের পর, এই চিৎপুর রোডের উপর কিঞ্চিৎ দক্ষিণে আসিয়া, পশ্চিম দিক্‌গামী নিমু গোস্বামীর লেন। এই লেনের পরে, চিৎপুর রোডের উপর দিয়া পশ্চিম দিক্‌গামী বৃন্দাবন বসাকের লেন। এই বৃন্দাবন বসাকের লেনের পর, চিৎপুর রোডের উপর দিয়া কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়াছে।

ওরিএন্ট্যাল সেমিনারি। ওরিএন্ট্যাল সেমিনারি (Oriental Seminary) নামক একটি বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ও ইংরাজি উভয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই স্কুলটি মৃত মহাত্মা গৌরমোহন আঢ্য মহাশয় কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছে। এই বাটীটি বহু দূর বিস্তৃত ও অতিশয় প্রকাণ্ড। (দেখিবার যোগ্য)

নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্। এই স্কুল হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে আসিয়া নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্। এই ষ্ট্রীট্‌টি এই স্থানে বীডন ষ্ট্রীট্ নামক রাস্তাটির সহিত মিলিত হইয়া, চিৎপুর রোডের পশ্চিম দিক্ হইতে স্বরু হইয়া, দরমাহাটা ষ্ট্রীট্ নামক রাস্তা, ষ্ট্রাণ্ড নর্থ নামক রাস্তা ও ষ্ট্রাণ্ড বা রিভার ব্যাঙ্ক নামক রাস্তা, এই তিনটি ভেদ করিয়া, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্ নাম ধারণ-পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে মিলিত ও শেষ হইয়াছে। এই ঘাটে স্নান করিবার জন্য বহু দূরের লোক আসিয়া থাকে। এই ঘাটের নিজ উত্তর পার্শ্বে শব দাহের ঘাট। এই শব দাহের ঘাটটি নিমতলা ঘাট বলিয়া খ্যাত।

ষ্ট্রাণ্ড নর্থ। ষ্ট্রাণ্ড নর্থ নামে যে রাস্তা আছে, পূর্ব্বে এইটি গঙ্গাতীরের উপরেই রাস্তা ছিল, এবং কলিকাতার পশ্চিম দিকের শেষ সীমা ছিল। এক্ষণে এই স্থান হইতে ক্রমশঃ ভরাট হইয়া, আন্দাজ ১,০০০ এক হাজার হাত দূরে গঙ্গাতীর পড়িয়াছে। এই গঙ্গাতীরে উপর আর্ম্মাণী বা হাবড়া পুলের ঘাট হইতে চিৎপুরের খাল পর্য্যন্ত আন্দাজ দশ বৎসর হইল, একটি নুতন রাস্তা ইংরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

ষ্ট্রাণ্ড রিভার ব্যাঙ্ক। এই রাস্তার নাম ষ্ট্রাণ্ড বা রিভার ব্যাঙ্ক অর্থাৎ গঙ্গার ধারের রাস্তা হইয়াছে।

বীডন স্কোয়ার। পূর্ব্বের বীডন্ ষ্ট্রীটের দক্ষিণে ও চিৎপুর রোডের পূর্ব্ব দিকে একটি চৌকোণা উদ্যান আছে। এই উদ্যানটির নাম বীডন পার্ক বা বীডন্ গার্ডেন্। এই উদ্যানটির চারি-

দিকেই রাজপথ আছে। ইহার পূর্ব্ব দিকের রাজপথের নাম বীডন্ স্কোয়ার, উত্তর দিকের রাজপথের নাম বীডন ষ্ট্রীট, পশ্চিম দিকের রাজপথের নাম এই চিৎপুর রোড্ ও দক্ষিণ দিকের রাজপথের নাম মাণিকতলা ষ্ট্রীট্।

বীডেন গার্ডেন।

এই চতুঃসীমার মধ্যে এই বীডন গার্ডেন নামক উদ্যান, আন্দাজ দশ বৎসর গত হইল, ইংরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানে বড় বড় ইমারৎ ছিল এবং বহু লোকের বাস ছিল। ইহার উত্তর দিকে আন্দাজ ১০।১২ দশ বারো হাত চৌড়া একটি রাজপথ ছিল। তাহা মাখন ওয়ালার গলি বলিয়া খ্যাত ছিল। এক্ষণে সেই স্থানে অতিশয় বৃহদাকারের বহুদূর বিস্তৃত বীডন গার্ডেন (Beadon Garden) নামক একটি উদ্যান হইয়াছে।

এই উদ্যানটির সুন্দর শোভা সকল অতীব প্রীতিকর। ইহা উত্তর দক্ষিণে আন্দাজ ৩০০ তিন শত হাত লম্বা ও পূর্ব্ব পশ্চিমে আন্দাজ ২৭৫ পৌনে তিন শত হাত চৌড়া। ইহার চতুঃপার্শ্বে আন্দাজ এক হাত পাকা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর। তদুপরিভাগে লৌহ নির্ম্মিত গরাদে যুক্ত রেলিংস্ দ্বারা বেষ্টিত।

এই চতুর্দ্দিক বেষ্টিত রেলিংসের প্রত্যেক দিকের মধ্যস্থলে একটি করিয়া গেট্ অর্থাৎ প্রবেশের পথ আছে। ইহাতে ঐ লৌহ নির্ম্মিত গরাদেযুক্ত কবাট সকল লাগান আছে।

এই চতুর্দ্দিক্-বেষ্টিত রেলিংসের কোণে কোণে বা কোল হইতে চারি পাঁচ হাত চৌড়া জমির উপর শ্রেণীবদ্ধ বা সারি সারি নানা জাতীয় ফল পুষ্প ইত্যাদির বৃক্ষ সকল শৃঙ্খলা-পূর্ব্বক রোপিত থাকায়, ইহা এক অপূর্ব্ব শোভায় পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে। এই পরি-

বেষ্টিত সুশোভাযুক্ত বৃক্ষ লতাদি রোপিত জমির কোলে কোলে চতুর্দ্দিকে সুশৃঙ্খলে বেষ্টিত অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রস্তর নির্ম্মিত আন্দাজ ১ এক হাত চৌড়া একটি পয়ঃ-প্রণালী বা নালা আছে। উদ্যানের উদ্বৃত্ত জলরাশ এই নালার দ্বারা নির্গত হইয়া যথা স্থানে পতিত হয়।

মেসনিক। এই পরিবেষ্টিত প্রস্তর নির্ম্মিত নালার কোলে কোলে চারি দিকে আন্দাজ ১॥ হাত জমির ভিতর নালার উপর প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত ও প্রস্তর হইতে খোদিত কোন দিকে (Masonic) মেসনিক, অর্থাৎ ফ্রিমেসন-সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় চিহ্ন সকল অর্থাৎ ক্রস্ (Cross) ইত্যাদির চিহ্ন সকল জমির সহিত প্রোথিত রহিয়াছে। কোন দিকে ঐ রূপ প্রস্তর খোদিত চন্দ্র ও অর্দ্ধচন্দ্রের আকার ইত্যাদি ও অপর দিকে অন্যান্য নানা প্রকারের (আন্দাজ ১৫০ দেড় শত) আকার প্রোথিত আছে।

পথ। এই পরিবেষ্টিত নির্ম্মিত বা খোদিত মেসনিক আকার সকলের কোলে কোলে চারি দিকে আন্দাজ চারি বা পাঁচ হাত চৌড়া জমির উপর লোক জনের পরিভ্রমণের নিমিত্ত পাকা ইষ্টক চূর্ণ বা খোয়া বিছান একটি পরিষ্কার রাস্তা রহিয়াছে। ইহার শোভা দর্শন যোগ্য।

এই বীডন গার্ডেন নামক উদ্যানটির ঠিক মধ্যস্থলে শ্বেত মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত আন্দাজ চারি পাঁচ হাত উচ্চ ২॥ হাত লম্বা ১॥ হাত চৌড়া একটি চারি কোণা আসন আছে। এই প্রস্তর নির্ম্মিত চারি কোণযুক্ত আসনোপরি ঐরূপ শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত এক খানি চেয়ার আছে। এই চেয়ারের উপরিভাগে ঐরূপ শ্বেত মার্ব্বেল প্রস্তরে খোদিত একটি মূর্ত্তি বসিয়া রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিটি রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের। ইনি ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া, দয়া ধর্ম্ম, দানশীলতা ইত্যাদি নানা প্রকার সৎ-

কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, সাধারণ সমক্ষে ও বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রশংসার ভাজন হইয়া, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। সেই সকল অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যের স্মরণার্থ ও লোকের বহু কাল অবধি স্মরণ থাকিবে বলিয়া, এই মূর্ত্তিটি এই স্থানে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিটি দর্শন মাত্র বোধ হয়, একটি বৃদ্ধ লোক এক খানি চেয়ার অর্থাৎ কেদারার উপর পশ্চিম দিকে গম্ভীর ভাবে মুখ করিয়া, উপবিষ্ট হইয়া, যেন কিছু ভাবিতেছেন। এই মূর্ত্তিটির নাসিকাটি উন্নত। চক্ষু দুইটি একটু ছোট রকমের, বিশাল নহে। কর্ণ দুইটি মাঝারী রকমের, খুব বড় নহে। দুই খানি ওষ্ঠদ্বয় মিলিত রহিয়াছে; ইহাতে গম্ভীর ভাবই প্রকাশ পাইতেছে।

পূর্ব্ব কালের বৃদ্ধ লোকেরা যেরূপ পটিতোলা পাগ্‌ড়ী মস্তকে পরিধান করিতেন, সেইরূপ পাগ্‌ড়ীর ন্যায় একটি পাগ্‌ড়ী এই মূর্ত্তিটির মস্তকোপরি পরিবেষ্টিত থাকিয়া, মস্তকের শোভা সংবৃদ্ধি করিতেছে। টোপাকুলের ন্যায় বড় বড় মতির মালা গলদেশে বেষ্টিত থাকাতে, গল দেশের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। ঘাগ্‌রার ন্যায় সেকেলে পরিচ্ছদ, অর্থাৎ বুক আঁটা চোগা পরিধান করিয়া রহিয়াছে। পৃষ্ঠ দেশ ঢাকা এক খানি ওড়্না। উভয় স্কন্ধের উপর দিয়া আসিয়া, উভয় বগলকে ঢাকিয়া বক্ষস্থলের উভয় পার্শ্বের পশ্চাতের নিম্ন ভাগে পতিত রহিয়াছে। পরিহৃত বিনামা জোড়াটি জরির জুতার ন্যায়, সেকেলে ধরণের হাতীর শুঁড়ের ন্যায় অগ্রভাগটি ক্রমশঃ সরু হইয়া, সম্মুখের দিকে পাএর উপরি ভাগে ঘুরিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। কটীদেশ পটিতলা বা কোঁচান চাদরের ন্যায় এক খানি (সূক্ষ্ম বসন) কটীবন্ধনী হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপ রাজপরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে একটি কলম ধারণ করতঃ ঐ হস্তের নিম্নভাগের বাহুটি পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর নির্ম্মিত চেয়ারের পূর্ব্বদেশের উপরি ভাগে সংরক্ষিত করিয়া এবং বাম হস্তে

পুস্তক। এই বিডন উদ্যান সুন্দর লৌহ বেড়ায় ঘেরা, পূর্ব্বদিকে নূতন কলিকাতা প্রেস। দুঃখের বিষয় বীডন উদ্যান তত্ত্বাবধান অভাবে মাঠের ন্যায় হইতেছে।

বিডন ষ্ট্রীট রাস্তার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিকে আসিলে কলিকাতার দুইটী প্রধান থিয়াটার দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার একটীর নাম "এমারেল্ড" অপরটীর নাম "বেঙ্গল" থিয়াটার।

এমারেল্ড থিয়াটার।—পূর্ব্বে এই স্থানে "ষ্টার" থিয়াটার ছিল। কলুটোলার বাবু মতিলাল শীলের পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল শীল মহাশয় এই থিয়াটার ক্রয় করিয়া লইয়া এই এমারেল্ড বা মরকত রঙ্গালয় সংস্থাপন করিয়াছেন পরিপার্শ্বস্থ স্থানে বৈদ্যতিক, আলোকে আলোকিত করিবার বন্দোবস্ত আছে. পূর্ব্বে প্রতি অভিনয় রাত্রে বৈদ্যতিক আলোক প্রদান করা হইত, কিন্তু এক্ষণে থিয়াটার ভাল চলে না বলিয়া আর বৈদ্যতিক আলোক প্রদান করা হয় না। থিয়াটার বাটীটি বৃহৎ, সহস্র লোকের অধিক এককালে এই রঙ্গালয়ে উপবেশন করিয়া অভিনয় দেখিতে পারেন। ষ্টেজটী অতি সুন্দর গোপাল বাবু অনেক টাকা ব্যয় করিয়া এই রঙ্গালয় দৃশ্যপট ও পোষক সকল প্রস্তুত করাইয়া দেন। কোন দেশীয় রঙ্গালয়েই এরূপ সুন্দর ও সুদৃশ্য দৃশ্যপট ও বহুমূল্য পোষাকাদি নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, গোপাল বাবু এত অর্থ ব্যয় করিয়াও তাঁহার রঙ্গালয়কে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে পারেন নাই। অভিনয় কার্য্য তো ভাল হয় না, যে সকল পুস্তক অভিনয় হয় তাহাও নিতান্ত মন্দ! এই সকল কারণে এক্ষণে রঙ্গালয়ের অবস্থা দিন দিন হীন হইয়া আসিতেছে।

বঙ্গ রঙ্গ ভূমি।—এমারেল্ড থিয়াটার ছাড়িয়া কয়েক পদ পূর্ব্বদিকে গেলেই বঙ্গরঙ্গভূমির বাটী দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গরঙ্গালয়ের বাটীটি দেখিতে ভাল নহে, বাহ্যিক ইহার কিছুই

নাই। ভিতরে দৃশ্যপট পোষাকাদিও দর্শন যোগ্য নহে বলিলে অত্যুক্তি হয় না; তবে বঙ্গরঙ্গ ভূমি বাঙ্গলাদেশের সর্ব্ব প্রাচীন রঙ্গালয়। এই রঙ্গালয়ই প্রথম স্থাপিত হয়, এক সময়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, বলিতে গেলে তাঁহাদের যত্নেই এই রঙ্গালয় ও ন্যাশানেল থিয়েটার সংস্থাপিত হয়। পূর্ব্বে এই স্থানে বৃহৎ এক খানি খোলার ঘর ছিল, এই খোলার ঘরে বঙ্গরঙ্গভূমির অভিনয় হইত; ক্রমে এই খোলার ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এই রঙ্গালয় স্থাপিত হয়। রঙ্গালয়ে সাধারণতঃ পৌরাণিক নাটকাদি হইয়া থাকে ইহারা বাঙ্গলা দেশের প্রাচীন যাত্রা প্রণালীকে উন্নত করিয়া নাটকাভিনয় রূপে লোকগণকে দেখাইতেছেন; সুতরাং বৃদ্ধগণ ও গ্রাম্যব্যক্তিগণ সকলেই বঙ্গরঙ্গ ভূমির অভিনয় দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়েন এবং এই কারণে এই রঙ্গালয় প্রায়ই লোকের যথেষ্ট সমাদর হয় সুতরাং বলা বাহুল্য, আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধেও ইহাদের অবস্থা হীন নহে।

বিডন ষ্ট্রীট দিয়া আরও কিয়দ্দূর পূর্ব্বে আসিলে "হেদো" ইহা একটী বিস্তৃত পুষ্করিণী, পুষ্করিণীর চারিদিকে একটী ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান আছে, মধ্যে মধ্যে বসিবার স্থান আছে। সন্ধ্যার সময় এই পুষ্করিণীর তীরে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ইং-রাজীতে এই স্থানকে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার (Cornowallis Square) বলে।

বেথুন কলেজ।—এই পুষ্করিণীর পশ্চিমধারে একটী কম্পাউনডের মধ্যে স্থাপিত একটী সুন্দর অট্টালিকা। এইটী বেথুন কলেজ। এই কলেজ এক্ষণে প্রায় ৫০০ শত বালিকা বিদ্যা ভ্যাস করিতেছে, কলিকাতায় যত বালিকা বিদ্যালয় আছে তাহার মধ্যে এইটীই প্রধান। এই বিদ্যালয় হইতে অনেক বালিকা এণ্ট্রান্স এলে বিএ ও কেহ কেহ এমে পাসও হইয়াছেন। এক্ষণে

শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু এই বিদ্যালয়ের লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (Lady Superintendadt) ইনি এমে পাস করিয়াছেন। যখন প্রথম বেথুন সাহেব এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন তখন কলিকাতাবাসী হিন্দুগণ কেহই নিজ নিজ কন্যাকে এই বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে সম্মত হয়েন না। তখন স্ত্রী শিক্ষার সকলেই বিদ্বেষী ছিলেন; কিন্তু ৩০ বৎসরে কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রথমে মদনমোহন তর্কালঙ্কার নিজ দুই কন্যাকে এই বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন, কেবল এই দুইটী বালিকা লইয়া এই বিদ্যালয় খোলা হয়, ৩০ বৎসরের মধ্যেই এই বিদ্যালয় হইতে বাঙ্গালি বালিকা এমে পাস করিয়াছে। এখন সমস্ত কলিকাতার ভদ্র পরিবারের কন্যা এই বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেছে। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য প্রায় সকলেই স্ত্রীলোক নিযুক্ত আছেন, কেবল কলেজ বিভাগে দুই এক জন পুরুষ প্রফেসর (Professor) নিযুক্ত আছেন। বিদ্যালয়ের মাহিনা কেবল মাত্র দুই টাকা, ইহাতেই কলেজের গাড়ী গিয়া বালিকাদিগকে কলেজে লইয়া আইসে। কয়েক বৎসর হইতে এই কলেজের পার্শ্বে একটী বোর্ডিং (Boarding) স্থাপিত হইয়াছে। এই বোর্ডিংয়ে বিদেশীয় বালিকাগণ বাস করিয়া থাকেন। যাঁহাদের পিতামাতা বিদেশে চাকরী করেন তাহাদের রাখিয়া শিক্ষা প্রদান করিবার কোনই সুবিধা ছিল না সেই অভাব দূর করিবার জন্য এই বোর্ডিং স্থাপিত হইয়াছে। এই বোর্ডিংয়ে মাসিক কিছু কিছু দিলেই কর্তৃপক্ষীয়গণ আহারাদির সমস্ত বন্দোবস্ত করেন। থাকিবার জন্য একটী সুন্দর অট্টালিকা আছে, কেহ পীড়িত হইলে চিকিৎসকগণ তাহাকে চিকিৎসাও করেন। এখানে বালিকাগণ স্ব স্ব বাটী অপেক্ষাও যত্নে ও আদরে এই বোর্ডিংএ বাস করেন।

জেনারেল এসম্বিল্ ইনিষ্টিটিউসন।—হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্ব্বধারে একটি বৃহৎ অট্টালিকা; এটী একটী কলেজ, নাম

জেনারেল এসম্বিলস ইনিষ্টিটিউসন। খ্রীষ্টিয়ান মিসন হইতে ফণ্ডের টাকা হইতে এই কলেজ পরিচালিত হয়, খ্রীষ্টিয়ান পাদরীগণও কলেজ বিভাগে শিক্ষা প্রদান করেন এটি খ্রীষ্টিয়ান কলেজ বটে তবে এখানে যে সকল ছাত্র শিক্ষা লাভ করে তাহারা সকলেই হিন্দু, প্রায় সাতশত বালক এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছে,প্রতি বৎসর এই কলেজ হইতে বহুসংখ্যক বালক সকল প্রকারে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে। এই কলেজের দক্ষিণ পার্শ্বে কয়েকটী বাড়ী আছে এখানে খৃষ্টান বালকদিগের থাকিবার একটী বাড়ী আছে এতদ্ব্যতীত অন্য বাড়ীগুলিতে কলেজের প্রফেসর ও পাদরিসাহেবগণ বাস করেন।

বিডন ষ্ট্রীটের আরও পূর্ব্বে আসিলে একটী বৃহৎ ত্রিতল বাটী দেখিতে পাওয়া যায়। এটী খৃষ্টান মিসনরীদিগের একটী বালিকা বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয় হইতে অনেক খৃষ্টান বালিকা এণ্ট্রান্স, এলে বিএ, এমে, ও ল পাস হইয়াছেন। এখানে খৃষ্টান বালিকাদিগের থাকিবার জন্য বোর্ডিংও আছে এই বোর্ডিংয়ে অনেক বালিকা বাস করিতেছে। মাসিক অতি অল্প দিলেই খৃষ্টান বালিকাদিগকে এই বোর্ডিংয়ে রাখা হয়। এই সকল বালিকার জন্য বাকী যে টাকা খরচ পড়ে তাহা খৃষ্টান মিশন ফণ্ড হইতে দেওয়া হয়।

গোয়াবাগান।—হেদুয়ার উত্তরস্থ পল্লীকে গোয়াবাগান বলে এটীকে কলিকাতার বারমিংহাম বলা যায়। এই পল্লীতে প্রায় ৪০।৫০ টী ময়দা ও তেলের কল আছে। এই সমস্ত কলই ষ্টীম ইঞ্জিনে চলে, সমস্ত কলের মালিকই বাঙ্গালি এবং বাঙ্গালির দ্বারা সম্যক ভাবে এই সকল কল পরিচালিত হয়। যাহারা কলিকাতা দেখিতে আইসেন, তাহাদের এই সকল কল দেখিয়া যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

বিডন ষ্ট্রীট ক্রমে আসিয়া কলিকাতার পূর্ব্বদিকস্থ সারকিউলার রোডে আসিয়া মিলিয়াছে। এই সারকিউলার রোড উত্তীর্ণ হইয়া

কিছু দূর গেলে কলিকাতার একটী বিশেষ দর্শনীয় স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এটী—

পরেশনাথের মন্দির।—এরূপ সুন্দরমন্দির বাঙ্গালা দেশে আর কোথাও নাই। এই মন্দিরে প্রবিষ্ট হইতে হইলে প্রথমেই একটী বৃহৎ সিংহদ্বার এই সিংহদ্বারের উপর একটী নহবৎ ও দুইটী বৈটকখানা আছে। প্রত্যহই এই নহবত হইতে সুন্দর বাদ্যোদ্যম হইয়া থাকে। এই দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইলে একটী বিস্তৃত পুষ্পোদ্যান আসিতে পারা যায়, এই উদ্যানের পশ্চিমদিকে পরেশনাথের মন্দির, পূর্ব্বদিকে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। এই উদ্যানের মধ্যে প্রস্তর নির্ম্মিত অতি সুন্দর সুন্দর কয়েকটী মূর্ত্তী আছে, মন্দিরের দুই পার্শ্বে দুইটী প্রস্তর নির্ম্মিত হস্তি আছে। উদ্যানটী প্রকৃতই অতি সুন্দর সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আরও সুন্দর। এই পুষ্করিণীর চারিধার ইষ্টকে গাঁথান, পুষ্করিণীতে অসংখ্য মৎস্য, এই পুষ্করিণীর মৎস্য মারিবার অধিকার কাহারও নাই, সুতরাং মাছ গুলি এত নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছে যে অনায়াসে হাত হইতে খাদ্য খাইয়া চলিয়া যায়।

একটী বিস্তৃত মার্ব্বল প্রস্তর মণ্ডিত সোপান দিয়া মন্দিরে উঠিতে হয় বলা বাহুল্য জুতা পায়ে দিয়া মন্দিরে উঠিবার যো নাই। মন্দিরটী ঠিক যেন একখানি ছবি ইহার প্রাচীর সকল উৎকৃষ্ট দর্পনে আবরিত, সুতরাং চারিদিকেই নিজের মূর্ত্তী পরিবেষ্টিত দেখিতে পাওয়া যায়, সহসা এখানে আসিলে যুধিষ্ঠিরের সভায় দুর্য্যোধনের যে দশা হইয়াছিল দর্শকমাত্রেরই ঠিক সেই অবস্থা হইবার সম্ভাবনা হয়। মন্দিরের ভিতরে একটী বৃহৎ ঝাড় আছে, এই ঝাড়ের ১০০টী ডাল, এককালে এই ঝাড়ে ১০০টী বাতী জ্বলিয়া থাকে এতদ্ব্যতীত বহু মূল্যের বিশেষ দ্রব্যাদি ও এই মন্দিরের মধ্যে আছে। একখানি স্বর্ণ নির্ম্মিত চতুর্দ্দোলের উপর পরেশনাথ মূর্ত্তী স্থাপিত। এই মূর্ত্তী ও স্বর্ণে নির্ম্মিত এ মূর্ত্তী কোন হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তী নহে। দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে

পারা যায় যে, এ মূর্ত্তী কোন যোগী পুরুষের মূর্ত্তী। বোধহয় অনেকে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তী দেখিয়া থাকিবেন এ মূর্ত্তির সহিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তীর অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর রাসপূর্ণিমার সময় এইমন্দিরে মেলা হইয়া থাকে মন্দিরের মালিকগণ কলিকাতার ভদ্রমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়া নাচ গান প্রভৃতি আমোদকর ব্যাপারে সকলকে পরিতুষ্ট করেন বোধ হয় আমাদিগকে বলিতে হইবে না পরেশনাথ জৈনদিগকে দেবতা, বড়বাজারের মাড়োয়ারীগণের মধ্যে জৈন অনেক আছেন। এই মন্দিরের পার্শ্বে আর এক জৈন সম্প্রদায়ের একটী মন্দির আছে, এ মন্দির পূর্ব্ব মন্দিরের ন্যায় সুন্দর নহে, এখানেও প্রতি বৎসর মেলা হইয়া থাকে।

ব্রাহ্ম সমাজ।—হেদোর পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া যে রাস্তা বরাবর দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে কর্ণোওয়ালিস ষ্ট্রীট বলে। এই রাস্তার উত্তর পার্শ্বে অনেক ভদ্রলোকের বসতি। এই রাস্তার কিয়ৎদূর আসিলে ডাণ দিকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একটী অট্টালিকা এই অট্টালিকায় প্রতি রবিবার ব্রাহ্মগণ সমাগত হইয়া উপাসনাদি করেন, এই সমাজের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র ব্রাহ্ম পল্লী হইয়াছে।

ষ্টার থিয়াটার।—হেদোর উত্তরদিকেও কর্ণোওয়ালিস ষ্ট্রীট চলিয়া গিয়াছে, এই রাস্তার উত্তর দিকে আসিলে গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ের উপর ষ্টার থিয়াটার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সম্মুখ দৃশ্যটী অতি সুন্দর, এরূপ সুন্দর থিয়াটার একটীও নাই। বাড়ীটী দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন পশ্চিম প্রদেশের কোন জৈন মন্দির। ঠিক সেইরূপ ফ্যাসানে এই রঙ্গালয় গঠিত কেবল বাটীটি দেখিবার জন্য অন্ততঃ সকলের ষ্টার থিয়াটার দেখা কর্ত্তব্য। সপ্তাহে বুধবার শনি ও রবিবারে অভিনয় হয়। ষ্টার থিয়াটার ভিতর ও বাহির এ উভয়ই সমান। ভিতরের বন্দোবস্ত ও উত্তম, দর্শকদিগের বসিবার স্থান প্রকৃতই

সুবন্দোবস্তে সংস্থাপিত, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্থান খুবই ভাল। তবে ইহার দৃশ্যপট ও পোষাক এমারেল্ডের ন্যায় সুন্দর নহে। না হইলেও ইহাদের অভিনয় সমস্ত দেশীয় রঙ্গালয়ের অভিনয় হইতে উত্তম। এখানে যেরূপ অভিনয় হয়। তেমন আর কোথায়ই হয় না। ৪ চার টাকা হইতে ॥০ আনা পর্যান্ত প্রবেশের মূল্য।

মেট্রাপলিটান ইনিষ্টিটিউসন।—সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ঠিক সম্মুখ কর্ণোওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে একটু একটী গলির ভিতর প্রবিষ্ট হইলে একটা প্রকাণ্ড ত্রিতল বাটী দেখিতে পাওয়া যায়,এইটিই মেট্রা-পলিটান ইনিষ্টিউসন অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজ এই কলেজে প্রায় সহস্র বালক পাঠ করে প্রতি বৎসর এই কলেজ হইতে যত বালক ইউনিভারসিটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তত আর কোন কলেজ হয় না দেশীয়গণকর্তৃক পরিচালিত যত গুলি কলেজ কলিকাতায় আছে, তাহার মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই কলেজ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা বলাবাহুল্য মাত্র। যখন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যা-লয় ভিন্ন আর কোন বিদ্যালয়ই ছিলনা তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহসে ভর করিয়া এই বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন তিনি যে পথ দেখাইয়াছেন, এক্ষণে অনেকে সেই পথের অনুসরণ করিয়া অনেক বিদ্যালয় ও কলেজ সংস্থাপন করিয়াছেন। এত দিন এই কলেজের বাটী ছিল না, সম্প্রতি এই সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। এক্ষণে এই কলেজের কলিকাতায় আরও দুই তিনটী শাখা সংস্থাপিত হইয়াছে।

বীণা থিয়েটার।—কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়া বরাবর দক্ষিণে চলিয়া আসিলে ঠনঠনিয়া চৌরাস্তায় আসা যায়। এই চৌরাস্তার একটু পূর্ব্ব দিকে গেলে বীণা থিয়াটার দেখিতে পাওয়া যায়। এ থিয়েটারটীর বাড়ী ভাল নহে,—অভিনয় ও তত ভাল নহে,—সুতরাং ইহা প্রায় উঠিয়া যাইবার মত হইয়াছে আর কাল ।০ আনা হইতে /০ আনা মাত্র প্রবেশের মূল্য।

কলেজ ষ্ট্রীট।—এই স্থান হইতে কলেজ ষ্ট্রীট আরম্ভ হইয়াছে। কলেজষ্ট্রীটের বাম পার্শ্বে ক্রমান্বয়ে অসংখ্য পুস্তকের দোকান চলিয়া গিয়াছে,—বামদিকে কতকগুলি মুচির বিখ্যাত "ঠনঠনিয়া চটি" বিক্রয় করিয়া থাকে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ।—কিয়ৎদূর আসিলে ডানদিকে একটী ত্রিতল বৃহৎ বাটী দেখিতে পাওয়া যায়। এইটীই প্রেসিডেন্সি কলেজ। বলা বাহুল্য যে এই কলেজ সরকারি ব্যয়ে পরিচালিত হয়। বড় বড় প্রফেসারগণ শিক্ষকতা কার্য্য করেন,—ভারতবর্ষের মধ্যে এই কলেজকে সর্ব্বপ্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রেসিডেন্সি কলেজে বালকগণ যে মাসিক ১২ টাকা মাহিনা দিতে হয়,—কিন্তু তাহাতে এখানে বালকের সংখ্যা কম নহে, প্রায় ৬।৭ শত বালক এই কলেজে অধ্যাপনা করিতেছে। এই কলেজের লাইব্রেরি একটী দেখিবার বিষয়, এই লাইব্রারিতে সর্ব্ববিধ প্রায় ২০।৩০ হাজার পুস্তক আছে। সুন্দর সুন্দর আলমারিতে এই সকল পুস্তক সুন্দর রূপে সজ্জিত আছে। প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রারি অপেক্ষা লেবারটরি (laboreltry) আরও দেখিবার বিষয়। এই থানে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রাদি আছে,—এরূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সংগ্রহ আর ভারতের কোন কলেজেই নাই।

হেয়ার স্কুল।—প্রেসিডেন্সি কলেজের দক্ষিণ দিকে যে বাটী দেখিতে পাওয়া যায় সেইটী হেয়ার স্কুল। হেয়ার সাহেব এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বোধহয় পাঠকগণ অবগত আছেন যে হেয়ারসাহেবই এক রূপ এদেশে ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত করিয়াছিলেন। হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজের মধ্যস্থলে খানিকটা খোলা জমি আছে,—ইহার পূর্ব্ব প্রান্তে হেয়ার সাহেবে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে।

এলবার্ট হল।—প্রেসিডেন্সী কলেজের সম্মুখে রাস্তার অপর

পার্শ্বে এলবার্ট হল। এটী একটী ক্ষুদ্র অট্টালিকা, বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের আগমন উপলক্ষে এই এলবার্ট হল (Albert Hall) সংস্থাপন করেন। অনেক বড় বড় রাজা এই হল সংস্থাপনের জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। দেশীয় পল্লির মধ্যে আর সাধারণ হল নাই; সুতরাং অনেক বক্তৃতা প্রভৃতি এই হলে হইয়া থাকে, এই হলের সহিত একটী পুস্তকালয় ও পাঠাগারও আছে। এখানে অনেক প্রকার সম্বাদপত্র আইন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তকও আছে। এইটী সংস্থাপন সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

এলবার্ট স্কুল।—এই বাটীতেই এলবার্ট কলেজ সংস্থাপিত। এই বিদ্যালয়টীও কেশব বাবু সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণ বিহারী বাবুও এটীকে চালাইতেছেন।

হিন্দু স্কুল।—এলবার্ট হলের সম্মুখে দক্ষিণ দিকে একটী বিস্তৃত সুন্দর অট্টালিকা। এটীর দুই পার্শ্বে হিন্দু স্কুল ও মধ্যস্থলে সংস্কৃত কলেজ। যতগুলি স্কুল কলেজ বাড়ী আছে তাহার মধ্যে এই-টীই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। বিশেষতঃ এই অট্টালিকার দক্ষিণে একটী বিস্তৃত পুষ্করিণী ও উদ্যান থাকায় ইহার শোভা আরও অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে।

জেনানা হসপিটাল।—প্রেসিডেন্সী কলেজের উত্তর দিকে একটী নূতন বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে, এটী লেডি ডফরিন জেনানা হাসপাতাল হইবে। এক্ষণে এই হাসপাতাল শিয়ালদহ ষ্টেষণের নিকট সারকিউলার রোডে রহিয়াছে।

সেনেট হল।—হেয়ার স্কুলের ঠিক দক্ষিণে এই বৃহৎ হল। এইখানে সব প্রকার পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় সমস্ত সভা সমিতি এই অট্টালিকায় হইয়া থাকে। রেজিষ্ট্রার (Registrar) আফিসও এই বাটীতে সংস্থাপিত। এই হলে ৩।৪ হাজার লোক বসিতে পারে।

হিন্দু হোষ্টেল।—সেনেটহলে ও হেয়ারস্কুলে বাটীর মধ্য দিয়া একটী রাস্তা গিয়াছে, এই রাস্তার ধারে নূতন হিন্দু হোষ্টেল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা একটী প্রকৃতই সুন্দর অট্টালিকা। এক্ষণে কেবল এই বাটী একতল হইয়াছে, ক্রমে ত্রিতল পর্য্যন্ত হইবে। এক্ষণে এই বাটীতে ৮০টী বালক বাস করিবার মত স্থান আছে। এখানে বাস ও আহারাদির বন্দোবস্ত খুব ভাল। কলিকাতায় থাকিয়া লেখা পড়া শিখিতে ইচ্ছা করিলে এই খানেই থাকা ভাল।

সিটী কলেজ।—ব্রাহ্মগণ এই বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহাও একটী ক্ষুদ্র ত্রিতল অট্টালিকা। এই কলেজেও বহুসংখ্যক বালক শিক্ষা লাভ করিতেছে ও প্রতি বৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। মেট্রপলিটনের পরেই এই কলেজের উল্লেখ করিতে পারা যায়।

মেডিকেল কলেজ।—সেনেট হল ছাড়িয়া একটু দক্ষিণে আসিলে মেডিকাল কলেজের প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার দেশীয় অংশে এত বড় বাড়ী আর একটী নাই। ইহা একটী ত্রিতল বাটী, কিন্তু ইহার ফ্লোর (Flore) এত উচ্চ যে ইহাকে চারিতল বাটী বলা যাইতে পারে। এ বাটীতে কলেজ হয় না, এখানে কেবল রোগীগণ বাস করেন, এইটী কলেজের হাসপাতাল। সকল জাতীয় লোক রোগ হইলে এখানে থাকিয়া চিকিৎসিত হইতে পারেন। ৩।৪ শত রোগী সর্ব্বদাই এই হাঁসপাতালে আছেন।

ইহার পশ্চিম দিকে বিস্তৃত অট্টালিকা আছে, এই অট্টালিকার মধ্যে কলেজ হয়, এই খানেই বালকগণ চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করে, ইহার পশ্চিমে একটী সুবিস্তৃত বাটী আছে, এটীতে ইংরেজ বালকগণ বাস করে।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উত্তরে একটী সুন্দর বাটী দেখিতে পাওয়া যায় এটী—

এজরা হাসপাতাল।—ইহুদিগণের বিখ্যাত ধনি এজরা সাহের এই হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া ইহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যথেষ্ট টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এই হাসপাতালে কেবল ইহুদিগণ চিকিৎসিত হন।

চক্ষু হাঁসপাতাল।—এজরা হাঁসপাতালের পূর্ব্ব দিকে দিকে একটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে! বাবু শ্যামাচরণ লাহা ইহার জন্য ৪৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। চক্ষু হাঁসপাতাল কলিকাতায় এতদিন ছিল না, এতদিন পরে শ্যামাচরণ লাহা বাবু এ অভাব দূর করিলেন। তাঁহার দানে অনেকে চক্ষু রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবে।

ইডেন হাঁসপাতাল।—মেডিকেল কলেজের দক্ষিণ পশ্চিম কোন একটি অতি সুন্দর লাল রঙ্গের ত্রিতল বাটি দেখিতে পাওয়া যায়। এইটিই ইডেন হাঁসপাতাল যে কোন জাতীয় স্ত্রীলোক ও বালক বালিক এইখানে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসিত হইতে পারে বিশেষতঃ গর্ভবতী স্ত্রীলোকগণ এখানে গিয়া প্রসব হইতে পারেন। সমস্ত ব্যয় হাঁসপাতাল ফণ্ড হইতে বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে, এখানে যেরূপ যত্ন হয় তেমন যত্ন রাজার রাজ প্রাসাদেও হয় না।

চুনিলাল চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী।— মেডিকেল কলেজের দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র একতালা অট্টালিকা আছে, এই খানে প্রত্যহ প্রাঃতে অসংখ্য লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা মেডিকেল কলেজের বড় বড় ডাক্তারগণ করেন এবং যাহার সকল প্রকার ঔষধ দান করা হয়। প্রত্যহ কতলোক যে ঔষধালয়ে আইসে তাহার সংখ্যা করা যায় না। মতিলাল শীলের পুত্র বাবু চুনিলালশীল এই অজাচিত দান চিকিৎসার জন্য অসংখ্য টাকা গবর্ণমেণ্ট হস্তে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দানে কত লোক যে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিতেছে তাহা কে বলিতে পারে।

কলেজ ষ্ট্রীট দিয়া বরাবর দক্ষিণ দিকে আসিলে বহুবাজারের চৌরাস্তায় আসা যায় তৎপরে এইখান হইতে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার কিয়ৎদূর আসিলে রাস্তার ডান দিকে একটি কল দেখিতে পাওয়া যায়। এটী—

জলের কল।—যে কলের জল খাইয়া কলিকতোবাসীগণ জীবন যাপন করিতেছে, সুখে সচ্ছন্দে সম্ভোগ করিতেছে সেই সুবিমল পরিষ্কার পানীয় জল এই কল দ্বারা কলিকাতার বাড়ী বাড়ী যাইতেছে। এই জলের কলের বাটীটি দেখিতে সুন্দর, এই বাড়ীর ভিতর বড় বড় এনজিনে জল চারিদিকে প্রেরিত হইয়াছে। এই কলের সম্মখে একটি বিস্তৃত খোলা জমী দেখিতে পাওয়া যায়। এই খোলা জমীর নীচে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীতে জল আনিয়া প্রথমে জমে জলের এই কল দ্বারা সর্ব্বত্র নীত হয়। সর্ব্ব শুদ্ধ পাঁচটী জলের কল কলিকাতায় আছে। বারাকপুরের নিকট পলতায় এক্ষণে গঙ্গার জল তুলিয়া রিফাইন হয়। তৎপরে সেই জল প্রথম টালার কলে আইসে। এই থান হইতে এই কলের সাহায্য কলিকাতার উত্তরাংশস্থ বাটিতে যায় তৎপরে সম্প্রতি একটি জলের কল কলুটোলায় হইয়াছে এই কলে জল বড়বাজার প্রভৃতি স্থানে যায় বহুবাজারের এই কল সাহায্যে সহরের অন্যানাংশে যায়। আর খিদিরপুরের নিকট যে কল হইয়াছে তাহারই সাহায্যে জল ভবানীপুর ও খিদিরপুর প্রভৃতি স্থানে যায় এই পার্শ্বটী কল এরূপ ভাবে গঠিত যে দেখিলে পার্শ্বটীকে ঠিক একই কল বলিয়া বোধ হয়। প্রত্যেক কলের তত্ত্বাবধানে জন্ম প্রতি কলে একজন করিয়া সাহেব এনজিনিয়ার আছেন।

মাদ্রাসা কলেজ।—জলের কল ছাড়িয়া আরও দক্ষিণে আসিলে বাম দিকে ঠিক্ হিন্দু স্কুলের ন্যায় একটী বাটী ও পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। এইটী মাদ্রাসা কলেজ। এখানে মুসলমান

বালকগণ বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে। একই সময়ে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ ও এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন,—উভয় জাতিতে পাছে কোনরূপ মনমালিন্য ঘটে এই জন্য তাহারা উভয় জাতীর বিদ্যালয় ঠিক একই রূপ অট্টালিকায় স্থাপিত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়,—হিন্দুগণ বিদ্যা শিক্ষায় যত উন্নত হইয়াছে, মুসলমানগণ তত হইতে পারেন নাই ক্রমে হইতেছে।

চৌরঙ্গি।—মাদ্রাসা ছাড়িয়া আরও দক্ষিণে কিয়ৎদূর আসিলেই চৌরঙ্গি,—এই পল্লীর যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই ভাল ভাল অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। সুন্দর সুন্দর উদ্যান পরিবেষ্টিত সুন্দর সুন্দর বাড়ী। বড় বড় ইংরেজগণ সকলেই এই পল্লীতে বাস করেন। কলিকাতার মধ্যে এই স্থানকে ইন্দ্রপুরী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

আমরা কলিকাতার দর্শনীয় প্রায় সমস্ত স্থানেরই উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে আর যে কয়টী আছে, তাহারই উল্লেখ এই স্থানে করিব।

মিউনিসিপাল রেল।—কলিকাতার উত্তর ও পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে একটী রেলওয়ে লাইন গিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই রেলওয়ে লাইন কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর,—কলিকাতার সমস্ত আবর্জ্জনা জঞ্জাল ফেলিয়া আসিবার জন্যই এই রেল সংস্থাপন। এক্ষণে এই কাজের জন্যই এই রেল ব্যবহার হয়।

পোর্টকমিসনারদিগের রেল।—কলিকাতার পশ্চিমে গঙ্গার ধার দিয়া একটী রেল বরাবর খিদিরপুর চলিয়া গিয়াছে। ইহা মালামাল লইয়া যাইবার জন্য স্থাপিত। এই লাইন ক্রমে চিৎপুর নামক স্থানে ইষ্টারন বেঙ্গল রেলওয়ে লাইনের সহিত সংযুক্ত রেলটী হইয়াছে।

খিদির পুরের ডক।— কলিকাতার দক্ষিণে খিদিরপুর,

এই স্থানে একটী বিস্তৃত ডক নির্ম্মিত হইতেছে। যেখানে জাহাজ মেরামত হয় অথবা মালামাল তুলিয়া দেয় বা বোঝাই হয়, তাহাকেই ডক বলে।—খিদিরপুরে এইরূপে জাহাজ নির্ম্মাণ উপযোগী একটী ডক হইতেছে। ইহার জন্য প্রায় ২৫ পঁচিশ কোটী টাকা ব্যয় হইবে। এটী প্রকৃতই একটী দেখিবার বিষয় হইতেছে।

হাবড়ার পুল।—কলিকাতার পরে হাবড়া,—হাবড়া ষ্টেষন হইতে যে রেল আছে তাহাতে পশ্চিমে যাওয়া যায়। এক্ষণে হুগলির নিকট পোল হইয়া রেলগাড়ী একেবারে পশ্চিম হইতে বরাবর কলিকাতায় আসিতেছে,—কিন্তু পূর্ব্বে সে উপায় না থাকায় মালামাল সমস্তই হাবড়ায় আসিত, তৎপরে নৌকা বা ষ্টীমার সাহায্যে সেই সকল মাল কলিকাতায় আনা হইত। ইহাতে অনেক কষ্ট ও অনেক ব্যয় হইত। এই মাল আনান কষ্ট দূর করিবার জন্য গঙ্গার উপর এই পোল নির্ম্মিত হয়। কতকগুলি লোহ নির্ম্মিত বড় বড় নৌকার উপর কাষ্ঠ নির্ম্মিত করিয়া অতি সুকৌশলে এই পোল নির্ম্মিত হইয়াছে। বড় বড় জাহাজ গমনাগমনের জন্য ইহার মধ্যস্থল খুলিয়া স্থানান্তরিত করিতে পারা যায়। আবার জাহাজাদি চলিয়া গেলে পুন জুড়িয়া দেওয়া হইয়া থাকে। কলিকাতার এটী যে একটী প্রকৃতই দর্শনীয় স্থান তাহা বলা বাহুল্য।

গঙ্গার ঘাট।—গঙ্গার ধারে বাগবাজার হইতে খিদিরপুর পর্য্যন্ত অনেক ঘাট আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি ঘাট কেবল নৌকা ও ষ্টীমার গমনাগমনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই সকল ঘাটের মধ্যে প্রিন্সেপ ঘাট, বাবু ঘাট, কয়লাঘাট, চাঁদপাল ঘাট, এই কয়টি ইংরেজ সওদাগরদিগের মধ্যস্থ প্রধান ঘাট। দেশীয় স্নানার্থ ঘাটের মধ্যে কুমারটুলির ঘাট, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাট, আহিরীটোলার ঘাট, নিমতলা ঘাট, জগন্নাথের ঘাট, প্রভৃতি প্রধান। নিমতলার ঘাটে কলিকাতার মৃতদেহ দাহ হয়। এই ঘাটের চারিদিকে

উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত, ভিতরে শব দাহ হইয়া থাকে, বাহির হইতে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায়না। শবদাহের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সমস্তই নিকটে কিনিতে পাওয়া যায়। ইহার জন্য কাহাকেই কষ্ট পাইতে হয় না। কারণ সরকার হইতে ইহার ব্যয় নির্দ্ধারিত আছে, ঘাটে একজন রেজেষ্টার আছেন,—তিনি মৃত ব্যক্তির সকল বিবরণ লিখিয়া লয়েন,—তৎপরে বয়স্থ হইলে ৩।৹ ও বালক হইলে ১।৹ টাকা লইয়া কাষ্ঠ এবং সমস্ত দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া থাকেন। এটীও একটী দেখিবার স্থান সন্দেহ নাই।

নিমতলা ঘাটের কিছু উত্তরে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের গঙ্গাযাত্রীদিগের থাকিবার একটী সুন্দর বাটী আছে। যে কেহ রাজ-বাটী হইতে অনুমতি লইয়া এই স্থানে গঙ্গাযাত্রীকে রাখিতে পারেন।—

গঙ্গা।—গঙ্গায় সর্ব্বদাই অসংখ্য নৌকা, জাহাজ ও ষ্টীমার দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য নৌকা প্রত্যহ বহুশত লোক লইয়া কলিকাতার আশ পাশ হইতে গমনাগমন করে। এতদ্ব্যতীত একখানি ষ্টীমার প্রাতে কালনা অভিমুখে যায়, একখানি উলুবেড়িয়া যায়,—আর একখানি দিবসে দুইবার রাজগঞ্জ হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করে। এই সকল ষ্টীমারে প্রত্যহ অসংখ্য লোক কলিকাতায় আইসে ও যান। এতদ্ব্যতীত বড় বড় জাহাজ প্রায় প্রত্যহই কটক, রেঙ্গুন, অষ্ট্রেলিয়া, চিন্ ও বিহার প্রভৃতি স্থানে যাইতেছে।

ট্রামওয়ে।—কলিকাতার প্রায় প্রধান প্রধান রাস্তায় এক্ষণে ট্রামওয়ে গতায়াত করে,—সুতরাং একস্থান হইতে অপর স্থানে যাইবার পক্ষে কোনই অসুবিধা নাই। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য ভাড়াটীয়া গাড়ী সর্ব্বদাই রাজপথে ঘুরিতেছে। বড় বড় চৌরাস্থার ধারে এই সকল গাড়ী ভাড়ার জন্য দণ্ডায়মান থাকে,—সুতরাং আবশ্যক হইলে সর্ব্বদাই গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়।

নূতন রাস্তা।—হাবড়া হইতে বড়বাজার ভেদ করিয়া সেয়ালদহ পর্য্যন্ত একটী সর্ব্ব বৃহৎ রাস্তা হইতেছে, সহরের মধ্যে এত বড় রাস্তা আর একটীও নাই। এই রাস্তা প্রস্তুত আরম্ভ হইতেছে, দুই তিন বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে।

বড় বাজার।—এইখানে সহরের যাহা কিছু একাধারে দেখিতে পাওয়া যায় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দ্রব্য এইখানে পাইকেরী ও খুচরা বিক্রয় হয়। "কলিকাতা বাজারে" সমস্ত সংক্ষিপ্ত তালিকা পাইবেন।

কালিঘাট।—কালিঘাটের বিশেষ বর্ণনা এস্থানে করা সম্ভব নহে,—তবে আমরা উল্লেখ করিলাম মাত্র। কালিঘাটের মন্দিরের নিকট পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে গিয়াছে,—সুতরাং এক্ষণে কলিকাতায় আসিয়া কালিঘাটে যাইবার পক্ষে আর কোনই অসুবিধা নাই। কেবল তীর্থস্থান বলিয়া যে কালিঘাট দেখা উচিত এরূপ নহে,—এখানে দর্শনীয় বিষয় ও অনেক আছে।

বাসাবাটী।—এক্ষণে কলিকাতায় আসিয়া বাসা বাটীর জন্য বিশেষ চিন্তিত হইতে কাহাকেই হয় না। সেয়ালদহ ষ্টেষনের সম্মুখেই "হিন্দু আশ্রম" আছে, এখানে শয়নের ও ভোজনের উত্তম বন্দোবস্ত,—বিদেশীয় লোক আসিয়া এখানে বাসা লইলে কোনই ক্লেশ হয় না। এতদ্ব্যতীত প্রায় প্রতি রাস্তায় ঐ "ভদ্রলোকের" আহারের স্থান বলিয়া লিখিত সাইনবোর্ড দেখা যায়। এই সকল স্থানেও বাসা লইয়া থাকিতে পারা যায়।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কলিকাতায় যাহা কিছু আছে তাহার আমরা সকলই বলিলাম। বোধ হয় এই পুস্তকে কলিকাতায় নূতন আগু-আগন্তুকের বিশেষ উপকার দর্শিবে। তাঁহাদের কিছুমাত্র উপকার আমাদের সকল পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা সহরের লোকসংখ্যা।

গত ১৮৮১ সালের সেন্সসে অর্থাৎ গণনাতে ধার্য্য হইয়াছে যে, সহর কলিকাতা ও সহরতলিতে ৬,৫৬,৪৫৮ লোকের বাস। তন্মধ্যে ২০,৬,৬২১ মুসলমান; ১,২,৬০১ ইউরোপীয়; ৯,২৪০ ফিরিঙ্গী; ৪, ০২৪ দেশীয় খৃষ্টান; ৯৮৬ ইহুদী; ১৪২ পারসী; এবং অবশিষ্ট এ দেশীয় হিন্দু।

কলিকাতার দর্শনীয় বিষয় যদিও বলা হইয়াছে তথাপি একত্রে বলিলাম। কলিকাতায় আসিলে এগুলি দেখা আবশ্যক।

কলিকাতার দর্শনীয় বিষয়।

১। কেল্লা (ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ) এবং গড়ের মাঠের ভিতর ও বাহির।

২। মিউজিয়ম (যাদুঘর) বা এসিয়াটিক সোসাইটী।

৩। ইডেন গার্ডেন (গড়ের মাঠস্থ উদ্যান)।

৪। জুয়লোজিকেল গার্ডেন (আলিপুরস্থ পশুশালা)।

৫। গঙ্গার পুল।

৬। হাবড়া ও শিয়ালদহের ষ্টেসন।

৭। কালীঘাটের মন্দির ও সহর।

৮। বোটানিকেল গার্ডেন।

৯। মিউনিসিপাল বাজার।

১০। গড়ের মাঠে লাট সাহেবের এবং অন্যান্য প্রতিমূর্ত্তি সকল ও মনুমেণ্ট।

১১। লাট ভবন।

১২। হ্যামিলটন, কুককেল্‌ভি, উইলসনহোটেল ও মেকেঞ্জীর নিলাম গৃহ।

১৩। হাইকোর্ট, রাইটার বিলডিং, পোষ্টাপিস ও টেলিগ্রাফ আফিস।

১৪। গোল দীঘি, সেনেটহল, হেদুয়া, বিডন গার্ডেন।

১৫। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের সমাধি স্থান, আদি ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

১৬। দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির ও পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের প্রতিমূর্ত্তি।

১৭। টাউন হল।

১৮। আলবর্ট হল।

১৯। টাঁকশাল।

২০। বড়বাজার, চিনেবাজার, কলেজষ্ট্রীট এবং চিৎপুররোডস্থ বিপণী সকল।

২১। বিশ্ববৈষ্ণব সভা ও হরি-ভক্তি-সঞ্চারিণী সভা।

২২। ষ্টার থিয়েটার ও গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস।

২৩। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভা।

২৪। রাজা বদ্রিনাথের জৈন মন্দির।

২৫। জেনারেল পোষ্ট আফিস ও ছোট আদালত।

২৬। মহারাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত-বিদ্যালয়।

২৭। পরেশনাথের বৃহৎ মন্দির।

২৮। মেডিকেল কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজ।

২৯। বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী, সাবিত্রী লাইব্রেরী ও মেটকাফ-হলস্থ পবলিক লাইব্রেরী।

৩০। মেডিকেল কলেজের মিউজিয়ম।

কলিকাতা বাজার।

শিয়ালদহের নিকট হইতে এক ব্যক্তি. কলিকাতার বাজারে জিনিস পত্র কিনিতে বাহির হইলেন, এখন কোথায় কি দ্রব্য পাওয়া যায় ক্রমে দেখান যাইতেছে।

বৌবাজার ষ্ট্রীটের পূর্ব্ব সীমা—(অর্থাৎ শিয়ালদহের নিকট) হইতে বাহির হইয়া বরাবর পশ্চিম মুখে আসিতে হইলে—মুগ কলাই প্রভৃতির তৈয়ারি দাইল, কেওড়া কাষ্ঠের তক্তাপোষ, চেয়ার, টেবিল, আলমারি প্রভৃতি নূতন ও পুরাতন কাঠ কাঠরা, (এই স্থান হইতে ডান ধারে আমহার্ষ্ট্রীট গিয়াছে, এখানে সকল প্রকার কষ্ঠের কোঁদাই হয়,) বাম ধারে লেবুতলার গলি বালাম চাউল বিক্রয় হয়) তাহারপর বরাবর আসিলে হরেক পুরাতন দ্রব্য পাওয়া যায়। মোড়ের নিকট সব রকম বেনে মসলা, দরজা জানালার রং, তৈয়ারি পালিস, স্পিরিট টার্পিন তৈল আলকাতরা বিলাতি মাটি প্রভৃতি, কল কব্জা স্ক্রুপ, হাতাল প্রভৃতি পাওয়া যায়। মোড়ের নিকট ডান ধারে বহুবাজার পোষ্ট আফিস ও বাম ধারে বহুবাজার। এখান হইতে বাম ধারে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট বাহির হইয়াছে। ডান ধারে—কলেজ ষ্ট্রীট—বিলাতী ঔষধ, (ডিস্পেন্সারিতে) হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, সর্ব্বপ্রকার, স্কুল ও কলেজের পাঠ্য ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক। চুলের চেন, লোহা ও পিতলের পুরাতন জিনিস।

বহুবাজার মোড় হইতে পশ্চিম মুখে যাইলে সকল প্রকার নূতন কাষ্ঠের তৈয়ারি জিনিস, এই স্থানে লালবাজার মোড় হইতে বাম দিকে বেন্টিক ষ্ট্রীট—এখানে চিনেবাড়ীর জুতা বিক্রয় হয়, পরে ধর্ম্মতলার মোড়—এখানে প্রায় সকলই সাহেবদের দোকান ও বিলাতি জিনিস বিক্রয় হয়। মোড় হইতে পূর্ব্ব মুখে যাইলে।

চাঁদনী—এখানে তৈয়ারি কোর্ট, কামিজ, (সস্তাদরে) কল, কব্জা, ছুরি, কাঁচি, ফিতে, বিলাতী ও দেশী জুতা, দড়ি, কাছি, টুপি,

পাগড়ী, বোতাম, রেসম, পশম, বিলাতী ঔষধ, তৈয়ারি বিছানা, কম্বল ও সতরঞ্চ। এক কথায় এখানে একাধারে সমস্ত আছে। সম্মুখে ঘোড়া গাড়ী নিলামে বিক্রী হয়।

লাল বাজারের মোড় হইতে ডান দিকে চিৎপুর রোড—পরচুলা, ছবি, বেহালা প্রভৃতি বাজনা এই স্থানে টেরিটি বাজার—কুকো, ধুচনি, পেতে প্রভৃতি জীব, জন্তু, ও জুতা, বিক্রয় হয়। পরে ফৌজদারী বালাখানার মোড়। ইহার বাম দিকে।—

মুরগিহাট্টা—কাঁচের পুতুল, খেলনা, দেশী ও বিলাতী সাবান, চিরুণি, বিলাতী দেশলাই, বোতাম, রবারের জুতা, মণিব্যাগ, কুরিয়ার ব্যাগ। দেবদারু কাঠের বাক্স, আয়না, তামার হাড়ি ইত্যাদি। ইহার ডান দিকে চিনেবাজার, বাম দিকে রাধাবাজার—

চীনে বাজার—লম্বা উত্তর দক্ষিণ, উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইতে। ছাতা নানা প্রকার চিঠির কাগজ ও খাম ও ছাপাখানার উপযুক্ত অনেক প্রকার কাগজ, কালী, মোজা, রুমাল, তোয়ালে গেঞ্জিফ্রাক্ কমফারটার, টুপি ইত্যাদি, টিনের বাক্স লণ্ঠন, কাঠের বাক্স। বরাবর যাইলে।—

খোঙ্গারপটী—লম্বা উত্তর দক্ষিণ। দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিকে যাইতে ছাতা, বাতি, শাগু, মিছরি, মসলা, বিলাতী ঔষধ, খেজুর, র‍্যাপার, বিলাতি আলোয়ান, ছিট, ফ্ল্যানেল, কাসমিরাদি গরম কাপড় সাটিন, বোম্বাইসাড়ী, চেলি তসর, ভাগলপুরে খেস, বাপ্তা, ঘাটালের রেসমী চাদর আতর গোলাপ ফুলেলতৈল মটকা, কেণো ইত্যাদি রেসমী কাপড় ছোপাইবার রং বেদানা, কিসমিস, পেস্তা, ইত্যাদি মেওয়া। আফিমচৌরাস্তার মোড় নানাবিধ মিষ্টান্ন রসনা তৃপ্তকর বড় বাজারের মেঠাই ইত্যাদি। ইহা হইতে পশ্চিম মুখে যাইলে।—

কাঁসারীপটী—লম্বা পূর্ব্ব পশ্চিম। পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে

যাইতে পিতল কাঁসা ও তামার বাসন, দেশী, বিলাতি মুক্তা, ও পলা, বনাত, কম্বল, সতরঞ্চ, বিলাতি কাপড়। বিলাতি সূতা। রাণী স্বর্ণময়ীর চকে আলোয়ান, রামপুরে চাদর, সোনারূপার গহনা কম্বল খেরুয়া সত্তরঞ্জি শালের পাগড়ী। বরাবর পূর্ব্বমুখে যাইলে।—

কটন্ ষ্ট্রীট—লম্বা পূর্ব্ব পশ্চিম—পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিম দিকে যাইতে। শিমূল ও কাপাস তুলা, খুচরা বিলাতি কাপড় নানাপ্রকার ছিট, রেসমী পসমী কাপড়ের টুকরা আসামে এরণ্ডী, গুড়া মসলা, পাঁপর ঘৃত, চিনি, মোরব্বা ও আচার, ক্ষীরের উৎকৃষ্ট মিষ্টান্নের দোকান, দেশী ও পাটনাই খেরুয়া, শীতল পাটী ও মাদুর হুকা।

পগেয়াপটী—হরেক রকম বিলাতী কাগড়ের দোকান, এখানে বিলাতী কাপড় এক দরে বিক্রী হয়।

সোণাপটী—সোণার রূপার গহনা, সোণা রূপা; বিলাতি কাপ পিতল ও লোহার কুলুপ, কব্জা, থাক, পাখা ও সুপারি।

মনোহর দাসের চক—নীচে, ছুরি, কাঁচি, বোতাম, ফিতে, পশম কুলুপ, কব্জা স্ক্রু, পেরেক ইত্যাদি।

ঐ উপরতলা—ছিট, বনাত, বিলাতি কম্বল ইত্যাদি।

ঐ চকের বাহিরের উত্তর দিকে—ছুরি, কাঁচি, কল কব্জা, বাটখারা, ওজনের কাঁটা, হামানদিস্তা, চাটু, কড়া, হাতা বেড়ি ইত্যাদি কৌটা, সিন্দুর, চিরুণি, জুতা হাতের বোতাম।

মুরগীহাটা হইতে বাম দিকে যাইলে—

রাধাবাজার—বাঙ্গালাও ইংরাজী পুস্তক, কেটলি, টিনের গামলা, কালাই করা কড়া, গেলাস চীনের বাসন, পেলেট ইত্যাদি, বুরুস, রঙ্গের তুলি, ট্রস্ পাপোস, কাঁচের দ্রব্য সামগ্রী যথা হরিকেন, লণ্ঠন, বেল, কাঁচের বাসন, পুস্তক, তৈয়ারী বিছানা, তোরঙ্গ, চীন ও জাপান দেশের খেলনা ইত্যাদি জিনিসপত্র নানাপ্রকার গরম কাপড়। পরে বরাবর যাইলে—

লম্বা উত্তর দক্ষিণ, উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইতে, নানাপ্রকার কোট কামিজের কাপড়, বিলাতি কম্বল, সাহেবদের টুপি, বিলাতি টিনের বাক্স, পোর্টম্যান্টো, চা, চুরোট, ব্যাটবল, অনেক রকমের খেলনা, ঘড়ি, চেন, অঙ্গুরীয় ইত্যাদি। এইস্থানে সাধারণতঃ সাহেবদের আবশ্যকীয় জিনিস পত্র পাওয়া যায়।

রাধাবাজারের মধ্যে সোয়ালো লেনে—সারসির ও আলমারির কাচ ও টিনের চাদর পাওয়া যায়।

ফৌজদারী বালাখানার মোড় হইতে উত্তর দিকে যাইলে চিৎপুর রোড—মেছুয়া বাজার ঝাড়, লণ্ঠন, বেদানা, কিসমিস্, পেস্তা আদি মেওয়া গিল্টির গহনা কলচুড়ি রেসম, গুড়গুড়ি, গড়গড়া, ফরাস, কাঠের বাক্স, সেতার, এসরাজ, বেহালা বাঁয়া, তবলা, ঢোলক, কাশীর কাঠের খেলনা ও মাটীর ভাল পুঁতুল, তৈয়ারী কোট কামিজ ইত্যাদি।

বরাবর আসিয়া বিডন ষ্ট্রীটের মোড়—শাক, মাংসের দোকান, বটতলার পুস্তকের দোকান, সম্মুখে বীডন স্কোয়ার কলিকাতা প্রেস, থিয়াটার হাউস ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

ডাইরেক্টারী।

কলিকাতার গাড়ী ভাড়া।

২য় শ্রেণী প্রতি ঘণ্টা ৸৹ এক ঘণ্টার উপর হইতে প্রতি ঘণ্টা ।৵৹ সমস্ত দিন ৩৲ ৩য় শ্রেণী প্রতি ঘণ্টা ।৵৹ এক ঘণ্টা উপর হইতে প্রতি ঘণ্টা ৵৹ সমস্ত দিন ২॥৹।

কলিকাতা ট্রামওয়ের গাড়ী ভাড়া।

চিৎপুর রোড —চিৎপুর হইতে লালবাজার /০ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ক্লাইবষ্ট্রীট হাইকোর্ট ও ধর্ম্মতলা /১০, শিয়ালদা, ঠনঠনে ওয়েলেস্লিষ্ট্রীট, সারকিউলার রোড ৵০, কালিঘাট ও খিদিরপুর ৵১০ বিডনস্কোয়ার হইতে ক্লাইবষ্ট্রীট, হাইকোর্ট বহুবাজার ওয়েলিংটন স্কোয়ার ধর্ম্মতলা /০ শিয়ালদা ঠন্ঠনে, ওয়েলেস্লিষ্ট্রীট ও ইটালি ৵১০, আহিরীটোলা হইতে, শ্যামবাজার, কলিঘাট খিদিরপুর /১০

কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট—শ্যামবাজার হইতে বহুবাজার /০, শিয়ালদা, হাইকোর্ট ইটালি, ওয়েলেসলিষ্ট্রীট ও কালিঘাট ৵১০। ঠন্ঠনে হইতে শিয়ালদা, ইটালি, ওয়েলেসলিষ্ট্রীট ধর্ম্মতলা হেয়ার ষ্ট্রীট ও ক্লাইবষ্ট্রীট হাইকোর্ট /০, কালিঘাট খিদিরপুর ৵০। বহুবাজার হইতে মেছোবাজার ও হাইকোর্ট /০, আহিরীটোলা ও চিৎপুর /১০ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে চিৎপুর ও কালিঘাট /১০।

গঙ্গারধারের রাস্তা।—আহিরীটোলা হইতে হাইকোর্ট /০ বহুবাজার /১০ ঠন্ঠনে ও মেছোবাজার ৶০।

শিয়ালদা হইতে মেছোবাজার, ওয়েলেসলিষ্ট্রীট ধর্ম্মতলা ও ক্লাইব ষ্ট্রীট /০, শ্যামবাজার, মেছোবাজার, ও হাইকোর্ট /১০, চিৎপুর ৵০ বহুবাজার হইতে মেছোবাজার ও হাইকোর্ট /০।

টিকিট বহি।—এক আনা দামের ৫০ খানা টিকিটের বহি ৩৲ /১০ আনার ৪।।০, ৵০ আনার ৬৲ ৵১০ আনায় ৭।।০।

হোটেল।

গ্রেট ইষ্টারণ হোটেল, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট্ হোটেল ডি প্যারিস ধর্ম্মতলা। স্পেনস্ হোটেল, ওয়াটারলু ষ্ট্রীট্। ওয়াটারলু ঐ ষ্ট্রীট্। ওয়েলিংটন হোটেল, বেণ্টকষ্ট্রীট্। হোটেল ডি ইউরোপ, চৌরাঙ্গী। ইসপ্ল্যানেড হোটেল—ইস্প্ল্যানেড। বেলে ভিউ হোটেল।

কলিকাতাস্থ বাজার সকলের নাম।

আহীরীটোলা বাজার, ওয়াটগঞ্জ বাজার, কড়েয়াবাজার, কর্ণেল পিয়ার্শের বাজার, কলিঙ্গের বাজার, কাগলাবাগান বাজার, মেছুয়া বাজার, কাশীনাথ মুন্সীর বাজার, কাশীনাথ বাবুর বাজার, নূতন বাজার, কাশী মল্লিকের বাজার, কাশীপুর বাজার, গঙ্গানারায়ণ সরকারের বাজার, গোপাল মল্লিকের বাজার, চাঁদনীর বাজার, চাঁপাতলার নূতন বাজার, টেটীবাজার, তালতলার বাজার, দেওয়ান গোকুল ঘোষালের বাজার, ধর্ম্মতলা বাজার, নবাব দৌলতজঙ্গের বাজার, নাপিত্ত বাজার, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট নূতন বাজার, নূতন চিনে বাজার, পান্তির বাজার, পুরাতন চিনেবাজার, বদরতলার বাজার, বর্দ্ধমান রাজার পোস্তা, বড় বাজার, বাগবাজার, বীরুচন্দ্র শীলের বাজার, বিশ্বনাথ মতিলালের বাজার, বৌ বাজার, বৈঠকখানা বাজার, ভুবনপালের বাজার, মাজুচেলির বাজার, মাণিকতলার বাজার, মাধব দত্তের বাজার, মিউনিসিপ্যাল বাজার, মুন্সী আমির আলির বাজার, যদুমল্লিকের বাজার, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের বাজার, রাজা সুখময়ের পোস্তা, (আঁবের বাজার)। রাধাবাজার, শ্যামবাজার, শোভাবাজার, সিমলার নূতন বাজার, সিমলার বাজার, সীতারাম ঘোষের বাজার, হরিশ্চন্দ্র বসুর বাজার॥

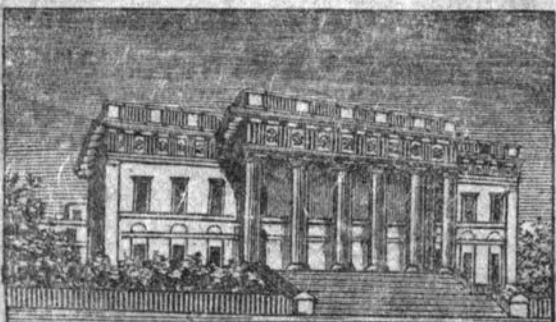

সেনেট হল হেয়ার স্কুল।

কলিকাতা সমস্ত স্থানের নাম।

রোড (রাস্তা) লেন (গলি) প্রভৃতি।

(অক্ষরানুসারে)

অভয় হাল্‌দারের লেন,	অভয়চরণ ঘোষের ষ্ট্রীট,
অপার উড ষ্ট্রীট	(ডেলহাউসি ষ্ট্রীট নর্থ)
অক্রূর দত্ত লেন	অখিল মিস্ত্রীর লেন
আগাকারবালা মেহমেড ষ্ট্রীট	আহিরিটোলা ষ্ট্রীট
আলবার্ট রোড	আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
আমড়াতলা ষ্ট্রীট	আনিষ বারবারের লেন
আন্তনি বাগান লেন	আড়কুলি লেন
আরম নি ষ্ট্রীট	আশুতোষ দের লেন
আড়পুলি লেন	আউটরাম রোড
আউটরাম ষ্ট্রীট	
ইলিসিয়াম রো	ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন
ঈশ্বর ঠাকুরের লেন	ইস্‌মিতস্‌ লেন
ইষ্টওয়ার্টস লেন	
উড়েপাড়া লেন	উইলেমস্‌ লেন
উড ষ্ট্রীট	উমাচরণ দাসের লেন
এষ্ট্রাণ্ডরোড দক্ষিণ	এষ্ট্রাণ্ডরোড উত্তর
এয়টন্‌ লেন	এক্সচেন্জ প্লেস্‌ লেন

এলিং বার্গস কোর্স
এলিয়াট্‌স্ রোড
এসপ্লেনিড রো (পূর্ব্ব)
এসপ্লেনিড রো (পশ্চিম)
এজরা ষ্ট্রীট
এমামবাগ লেন
এমামবাগ সেকেণ্ড লেন
এমাম বাড়ি লেন
এমামবক্স খান্দারের লেন
এনট্রান্স গেট (কেল্লার রাস্তা)
ওয়াটারলু ষ্ট্রীট
ওএলিংটন ষ্ট্রীট
ওএলিংটন এস্কোয়ার
ওএলেস্‌লি ফার্ষ্ট লেন
ওএলেস্‌লি সেকেণ্ড লেন
ওএলেস্‌লি প্লেস
ওএলেস্‌লি এস্কোয়ার
ওএলেস্‌লি ষ্ট্রীট
ওএষ্টনস্ লেন
ওয়ারিস্ বাগান লেন
ওল্‌ডকোট হাউস কর্ণার
ওল্‌ডকোট হাউস লেন
ওল্‌ডকোটস
ওল্‌ডকোর্ট হাউস ষ্ট্রীট
ওল্‌ডপোষ্টআপিস ষ্ট্রীট
কনট ষ্ট্রীট
কয়লাঘাট ষ্ট্রীট
ককবরন্স লেন
কলেজ এস্কোয়ার
কলেজ ষ্ট্রীট
কর্ণওয়ালিস এস্কোয়ার
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কপালিটোলা লেন
কমার্সিয়াল বিলডিংস
কলিকাতা গেট (কেল্লার রাস্তা)
কারবালা টাঙ্ক লেন
কামাক ষ্ট্রীট
কালাচাঁদ সাণ্ডেলের লেন
কালাকর ষ্ট্রীট
কার্ত্তিক বোসের লেন
কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তির ষ্ট্রীট
কালিপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট
কাশীঘোষের লেন
কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট
ক্লাইভঘাট ষ্ট্রীট
ক্লাইভ ষ্ট্রীট
ক্লাইভ রো
কার্স লেন
কাউন্সেল হাউস ষ্ট্রীট
কিড ষ্ট্রীট
কুপার্স লেন

কেলিং ষ্ট্রীট	কেন্দার দিন্দলেন
কোলিঙ্গে কার্ট লেন	কোলিঙ্গেবাজার ষ্ট্রীট
কোরিসচার্চ্চ লেন	কোম্বুলেটোলা লেন
কোরিমবক্স খানসামার লেন	কোলুটোলা ষ্টীট
কোমাদান বাগান লেন	কোমারটুলি ষ্ট্রীট
কোড়াবরদারের লেন	কিশোরিলাল মুখোর্য্যের লেন
ক্রকেড লেন	ক্রুক রো
ক্রস ষ্ট্রীট	কৃষ্ণরাম বোসের লেন
কৃষ্ণসিংহের লেন	
খায়েরু মেথরের লেন	খোঙ্গরা পোর্ট ষ্ট্রীট
গদাই খানসামার লেন	গবর্ণমেন্ট প্লেস
গঙ্গাধর বাবুর লেন	গঙ্গারাম পালিতের লেন
গরানহাটা ষ্ট্রীট	গার্ডনার্স লেন
গারষ্টিং বিল্ডিং	গ্রান্টস লেন
গ্রান্টস ষ্টীট	গিবসন্স লেন
গিরিবাবুর লেন	গোপাল চন্দ্রের লেন
গোপিকৃষ্ণ পালের লেন	গোপিমোহন দত্তের লেন
গোপিমোহন বোষের লেন	গোপিসেনের লেন
গোয়াবাগান ষ্ট্রীট	গোবিন্দচন্দ্র ধরের লেন
গোবিন্দচন্দ্র সেনের লেন	গোলক দত্তের লেন
গোমিস লেন	গোরস্থান লেন
গোয়ালটুলি লেন	গুপ্তসলেন
গুলুওস্তাগরের লেন	গুমগড় লেন
গুড়েরমার লেন	গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন
গৌরচরণ দের লেন	গৌরলাহার ষ্ট্রীট
গৌরমোহন মুকুর্য্যের ষ্ট্রীট	গ্রে ষ্ট্রীট

চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীট	চার্চ্চ লেন
চাঁপাতলা লেন	চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন
চাঁদনিচক ফার্ষ্ট লেন	চাঁদনিচক সেকেণ্ড লেন
চাঁদনিচক ষ্ট্রীট	চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট
চিনেবাজার লেন	চিতপুর রোড (লোয়ার)
চিতপুর রোড (অপার)	চুনাগলি
চুনাপুকুর লেন	চৈতন্যসেনের লেন
চোরবাগান লেন	চৌরঙ্গি গেট (কেল্লার রাস্তা)
চৌরঙ্গি লেন	চৌরঙ্গি রোড
ছাতাওয়ালা গলি	ছিদামমুদির লেন
ছুতারপাড়া লেন	ছোকুখানসামার লেন
জকসনের লেন	জগন্নাথ সুরের লেন
জগমোহন মল্লিকের লেন	জানবাজার ফার্ষ্ট লেন
জানবাজার সেকেণ্ড লেন	জানবাজার থার্ড লেন
জানবাজার ফোর্থ লেন	জানবাজার ফিফ্থ লেন
জানবাজার ষ্ট্রীট	জেবন্ লেন
জেলে পাড়া লেন	জেলেটোলা ষ্ট্রীট
জুগলকিশোর দাসের লেন	জোড়াবাগান ষ্ট্রীট
জোড়াতালাও ষ্ট্রীট	জোজেশ্বর বোসের লেন
জিগজাগ লেন	
ঝামাপুকুর লেন	
টুটিগ লেন	টেরিটির বাজার ষ্ট্রীট
টেমার্শ লেন	
ঠাকুরদাস পালিতের লেন	
ডাক্তার্স লেন	ডিঙ্গাভাঙ্গা লেন
ডিকসনস্ লেন	ডেকস্ লেন

ডেলহাউসি স্কোয়ার	ডেলহাউসি স্কোয়ার উত্তরদিক
ডেলহাউসি ষ্ট্রীট নর্থ	ডেলহাউসি ষ্ট্রীট সাউথ
ডেমজেক্স লেন	ডেভিড জোসেফের লেন
ডুকুরিয়াবাগান লেন	
তাঁচতলা লেন	তারাচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট
তালতলাবাজার ষ্ট্রীট	তেলিপাড়া লেন
তারক চাটুর্য্যের লেন	

থিএটার রোড

দরমাহাটা ষ্ট্রীট	দর্পনারাণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট
দুর্গাচরণ মুকুর্য্যের ষ্ট্রীট	দুর্গাচরণ পিতুড়ির লেন
দুর্গাদাস মুকুর্য্যের লেন	দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট
দোর্জিপাড়া ষ্ট্রীট	দোএহাটা ষ্ট্রীট
ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট	ধর্ম্মতলা লেন
ধোবাপাড়া ষ্ট্রীট	
নতুন চিনেবাজার ষ্ট্রীট	নবাবওস্তাগরের লেন,
নবরাহার লেন,	নরসিংহের লেন,
নবাব ষ্ট্রীট,	নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট
নলপুকুর লেন	নন্দকুমার চৌধুরির লেন
নন্দলাল মল্লিকস লেন	নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট,
নতুন বহুবাজার ষ্ট্রীট	নক্কু জমাদারের লেন
নারাণপ্রসাদ বাবুর লেন	নাজির নজির উল্লার লেন
নাথের বাগান ষ্ট্রীট	নিতাই বাবুর লেন
নিমুগোঁশায়ের লেন	নিমু খানসামার লেন
নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট	নিলমণি হালদারের লেন
নিলমণি মিত্রের লেন	নিলমণি সরকারের লেন
নুরমহম্মদ সরকারের লেন,	নেবুতলা লেন

নেউগিপুকুর ইষ্ট লেন
নেউগিপুকুর ওয়েষ্ট লেন
পগেয়াপটি ষ্ট্রীট
পঞ্চানন তলা লেন (নর্থ)
পঞ্চাননতলা লেন (সাউথ)
পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট
পলক ষ্ট্রীট
পলাসিগেট (কেল্লার রাস্তা.)
পাঁচুখানসামার লেন
পাঁচি ধোবাণীর গলি বা মদন-মোহন চাটুর্য্যের লেন
পার্ক ষ্ট্রীট
পার্সিচার্চ্চ ষ্ট্রীট
পাটোয়ারবাগান লেন
পাথুরেঘাটা ষ্ট্রীট
পানিগেট (কেল্লার রাস্তা)
পিরুখানসামার লেন
পিটার্শ লেন
পোটোটোলা লেন
পোর্টুগিচার্চ্চ ষ্ট্রীট
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট
পুরাণ বৈটকখানাবাজার রোড
পুরাণ বৈটকখানা ফাষ্ট লেন
পুরাণ বৈটখানা সেকেণ্ড লেন
পুরাণ চিনেবাজার ষ্ট্রীট
ফর্ডাইস লেন
ফকস্ লেন
ফ্রিস্কুল ষ্ট্রীট,
ফেয়ারলি প্লেস,
ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন
ফকিরচাঁদ দের লেন
ফোকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট
ফোড়েরপুকুর ষ্ট্রীট
ফান্সি লেন
বলরাম দের ষ্ট্রীট
বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট
বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীট,
বনফিল্‌স লেন
বনমালি সরকারের ষ্ট্রীট
বটতলা ষ্ট্রীট
বসাকের লেন
বহুবাজার লেন
বহুবাজার ষ্ট্রীট উত্তরভাগ,
বহুবাজার ষ্ট্রীট দক্ষিণভাগ,
বংশাল ষ্ট্রীট
বাবুরাম ঘোষের লেন
বাবুরাম শীলের লেন
বাগবাজার ষ্ট্রীট
বাঞ্ছারাম ঠাকুরের লেন
বারানসি ঘোষের ষ্ট্রীট

বারেট্‌স লেন	ব্লাক বারন্স লেন
বাঁসতলা গলি	বাঁসতলা লেন
বাঁসতলা ষ্ট্রীট	বিডন ষ্ট্রীট
ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট	বিবি রোজারিওর লেন
বিন্দু পালিতের লেন	বিশ্বনাথ মতিলালের লেন
বৃন্দাবন বোসের লেন	বৃন্দাবন মল্লিকের লেন
বৃন্দাবন পালের লেন	ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট
বুদ্দওস্তাগরের লেন	বেচুচাটুর্য্যার ষ্ট্রীট
বেণ্টিং ষ্ট্রীট	বেনেটোলা লেন
বেনেটোলা ষ্ট্রীট	বোসপাড়া লেন
ভানসিটার্ট রো	ভবানীচরণ দত্তের লেন
ভিক্‌টোরিয়া টারেস	ভীম ঘোষের লেন
ভুবনমোহন ধরের লেন	ভেনডেন বার্গস লেন
মনোহর দাসের ষ্ট্রীট	মহম্মদ ক্রেসেণ্টের ফার্ষ্ট লেন
ময়রাহাটা ষ্ট্রীট	ময়রা ষ্ট্রীট
মথুর সেনের গার্ডেন ষ্ট্রীট	মটুর লেন
ময়দাপোটি লেন	মদন বড়ালের লেন
মদন দত্তের লেন	মদনমোহন সেনের লেন
মলঙ্গা লেন	মণ্ডল ষ্ট্রীট
মল্লিক্স ষ্ট্রীট	মল্লিকস্ লেন
মসিদবাড়ি লেন	মাডগিস লেন
মানিকতলা ষ্ট্রীট	মান্নুকস্ লেন
মাঙ্গো লেন	মিরজাফরের লেন
মিরবহরঘাট ষ্ট্রীট	মিডিণ্টন রো
মিডিণ্টন ষ্ট্রীট	মিশন রো
মিসরি খানসামার লেন	মুসলমান পাড়া লেন

মুচিপাড়া লেন	মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট
মুন্সি দেদার বক্সের লেন	মুন্সি সদর উদ্দিনের লেন
মুন্সি ওলি উল্লার লেন	মের্জ্জাপুর সেকেণ্ড লেন
মেচোবাজার রোড	মেচোবাজার লেন
মেডিকেল কলেজ ষ্ট্রীট	মেহেন্দি বাগান লেন
মেরি ডিগ্‌স লেন	মের্জ্জা মেহেন্দির লেন
মের্জ্জাপুর ষ্ট্রীট	মের্জ্জাপুর লেন
মের্জপুর টাঙ্ক লেন	মৌলবি এমদাদ আলির লেন
মৌলবি গোলাম সোভানের লেন	মৌলবি আবদুল লতিভস ষ্ট্রীট
রবিনসন্স ষ্ট্রীট	রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট
রএড ষ্ট্রীট	র'ফকসিরাঞ্জেস লেন,
রসল ষ্ট্রীট	রতন মিস্ত্রির লেন,
রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীট	রাধাবাজার ষ্ট্রীট
রাধাবাজার লেন,	রাধামোহন পালের লেন
রাধানাথ মল্লিকের লেন	রাজাগুরুদাসের ষ্ট্রীট,
রাজা কালিকৃষ্ণের লেন	রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট
রাজার লেন	রাজা কালিকৃষ্ণের সেকেণ্ড লেন
রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীট	রাজচন্দ্র দাসের রোড
রাজচন্দ্র সেনের লেন	রাজমোহন ঘোষের লেন
রামকৃষ্ণ বাকচির লেন	রামচাঁদ ঘোষের লেন
রামচাঁদ নন্দির লেন	রামকুমার রক্ষিতের লেন
রামহরি ঘোষের লেন	রামহরি মিস্ত্রির লেন
রামকান্ত বোসের ষ্ট্রীট	রামপ্রসাদ সাহার লেন
রামকান্ত মিস্ত্রির লেন	রামমোহন সাহার লেন
রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন	রামশঙ্কর রায়ের লেন
রায়ের বাগান ষ্ট্রীট	রামতনু বোসের লেন

রাউডন ষ্ট্রীট	রামমোহন ঘোষের লেন
রূপচাঁদ রায়ের ষ্ট্রীট	রেসকোর্স
রোগু সরকারের লেন	রোঘুনাথ চাটুর্য্যার ষ্ট্রীট
লকাস লেন	লালবেহারী ঠাকুরের লেন
লালবাজার ষ্ট্রীট নর্থ সাইড	লালবাজার ষ্ট্রীট সাউথ সাইড
লাল ওস্তাগরের লেন	লারকিন্স লেন
লাউডন ষ্ট্রীট	লিণ্ডসে ষ্ট্রীট
লিয়ন্স রেঞ্জ	লিটেল রসেল ষ্ট্রীট
শম্ভুচন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট	শত্রুঘন ঘোষের লেন
শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট	শঙ্কর হালদারের লেন
শ্যামচাঁদ মিস্ত্রির লেন	শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট
শাঁখারি টোলা লেন	শ্যামারায়ের গলি
শিবচন্দ্র দের লেন	শামবাজার ষ্ট্রীট
শিবতলা লেন	শিবতলা ষ্ট্রীট
শিকদার বাগান ষ্ট্রীট	শিকদার পাড়া ষ্ট্রীট
শিবঠাকুরের লেন	শিবনারায়ণ দাসের লেন
শ্রীমন্ত দের লেন	শ্রীনাথ বাবুর লেন
শোভাবাজার ষ্ট্রীট	শোভারামবসাকের ষ্ট্রীট
শোভারাম বসাকের লেন	শোবারাম বসাকের ফার্ষ্ট লেন
সদর ষ্ট্রীট	সর্ট ষ্ট্রীট
সারপেনটাইন লেন	সনাতন শীলের লেন
সাউথ কোলিঙ্গা ষ্ট্রীট	সারকিউলার রোড (অপার)
সারকিউলার রোড (লোয়ার)	সায়েদ সালের লেন
সিমলা ষ্ট্রীট	সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট
সুকার সরকারের লেন	সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেন
সুঁড়িপাড়া লেন	সুঁড়ির ট্যাঙ্কপাথ লেন

সুড়িবাগান লেন	সুকিয়া ষ্ট্রীট
সুকিয়া লেন	সুটারকিন্স লেন
সেণ্ট জেমস্ এস্কোয়ার	সেকরা পাড়া লেন
সেণ্টজর্জ্জস্ গেট কেল্লার রাস্তা	সেট বাগান গলি
সেরিফ দোপ্তুরির লেন	সোনাগাজি লেন
সোয়ালো লেন	
হলওএলস্ লেন	হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট
হস্পিটাল লেন	হউইস লেন
হলধর বদনের লেন	হরচন্দ্র মল্লিকের ষ্ট্রীট
হঙ্গার ফোর্ড ষ্ট্রীট	হরিণবাড়ি লেন
হরি ঘোষের ষ্ট্রীট	হরিমোহন বোসের লেন
হরিতকী বাগান লেন	হরিপালের লেন
হলি ডে ষ্ট্রীট	হস্পিটাল গেট কেল্লার রাস্তা
হজুরিমলট্যাঙ্ক লেন	হাঁস পুকুর লেন
হারফোর্ডস্ লেন	হায়াত খাঁর লেন
হিলস্ লেন	হিদেরাম বাঁড়ুর্য্যের লেন
হুমাউন প্লেস	হেয়ার ষ্ট্রীট
হেরিংটন ষ্ট্রীট	হেষ্টিংস ষ্ট্রীট
হোগোল কুড়ে গলি	

কুলিবাজারের বা হেষ্টিংস রাস্তার নাম সকল।

খিদিরপুর ব্রিজ রোড	ক্লাইভ রো
মিডেল রোড	চ্যাপেল রোড
মে রোড	লিওনার্ড রোড
সেন্টজর্জস গেট রোড	ব্যাঙ্ক রোড
বাজার রোড	খালাসিটোলা রোড
কেনাল রোড	

এতৎভিন্ন কতকগুলি নূতন গলি লেন ও ড্রেন বুজাইয়া অনেক গুলি (বাইলেন) সরুগলি বাহির হইয়াছে। তাহার তালিকা প্রদান নিরর্থক।

কলিকাতা প্রধান ও চিহ্নিত স্থান সমূহ।

(উত্তর দিগের)

বৈটকখানা বাজার	হরিমোহন দাসের বাজার
মির্জাপুরের দিঘী	মুচিপাড়ার থানা
ইডেন হাঁসপাতাল	চুনিলাল শীলের ডাক্তারখানা
মেডিকেলকলেজ এবং হাঁসপাতাল	হিন্দু কলেজ
মাধব বাবুর বাজার	কলিকাতা ইউনিভারসিটি
হেয়ার সাহেবের স্কুল	প্রেসিডেন্সিকলেজ
গ্যাসমিটার	পুলিস আদালত
টাউন গার্ড	চিনেদের গির্জ্জা

কোলুটোলার থানা — জুইসদের গোরস্থান
টেরিটির বাজার — পার্শিদের গির্জ্জা
জুইশদের গির্জ্জা — বড়বাজার থানা
আর সি, কেথিড্রেল — বেঙ্গল সেক্রেটরিএট অপিষ
নূতন চিনে বাজার — কাষ্টাম হাউস
ব্যান হাউস — আরমানি গির্জ্জা
লংসাহেবের গির্জ্জা — পুলিশ হাঁসপাতাল
কেশব সেনের ব্রাহ্ম মন্দির — আম হাউস
শিবচন্দ্র বিশ্বাসের বাজার বা
টিকটিকির বাজার
চোক্ষুরোগের ডাক্তার খানা — বসাকের দিঘি
মেচোবাজার — বড়বাজার
কাশীনাথ বাবুর পোস্তা — বর্দ্ধমান রাজার পোস্তা
জোড়াবাগানের থানা — টাঁকশাল
রাজাসুকময়ের পোস্তা — সুকিয়াস ষ্ট্রীট থানা
মানিকতলা বাজার — কার বালার দিঘি
স্ত্রীলোকদের স্কুল (খৃষ্টিয়ান) কুইন্স কলেজ বা জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনিষ্টিটিউশন
হেদোর বাজার — কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের গির্জ্জা বা ক্রাইষ্টচার্চ্চ
হিন্দু স্ত্রীলোকদের স্কুল (বেথুন সাহেবের)
লালাবাবুর বাজার — জোড়াসাঁকোর থানা
বিডন পার্ক — কোমর টুলির থানা
গরাণহাটার কোং ডাক্তারখানা — বৈকণ্ঠনাথ মুন্সির বাজার
মেও নেটিভ হাঁসপাতাল — ডফসাহেবের স্কুল
বটতলার থানা — শ্যামপুকুর থানা

হাইকোর্ট	নর্থব্রুক লাটসাহেবের মূর্ত্তি
জলেরকল রাস্তায় দেবার জন্য	বেণ্টিং লাটসাহেবের মূর্ত্তি
টাউন হল	ট্রেজরি
সেণ্ট্রাল প্রেস	লাট সাহেবের বাটী (বড়)
পাথুরে গির্জ্জা নাসেণ্ট জেমস চার্চ।	ফরেন অ্যাপিস
ডেলহাউসি ইনিষ্টিটিউট	মিসন গির্জ্জা
করেন্সি আপিস,	
টেলিগ্রাফ আফিস	মিলেটারি ডিপার্টমেণ্ট
ধর্ম্মতলার মোসিদ	ওয়াটারলু ষ্ট্রীটের থানা
ধর্ম্মতলার বাজার	আর, বি, গির্জ্জা
কোরিনথিয়ান থিয়াটার	চাঁদনির চকবাজার
বেপটিষ্ট গির্জ্জা	বহুবাজার থানা
সেণ্ট জেভিয়াস গির্জ্জা	বহুবাজার
ভাল জলের কলঘর	মেওলাটসাহেবের মূর্ত্তি
আনন্দ বাজার	গির্জ্জা
গির্জ্জা	কিনিক বাজারের থানা
রোমান গির্জ্জা	ভুবন পালের বাজার
ইউনিয়ান গির্জ্জা	ইডেন গার্ডেন
কেনিংলাট সাহেবের মূর্ত্তি	লরেন্স লাট সাহেবের মূর্ত্তি
সার ডবলিউ পিল সাহেবের মূর্ত্তি।	ধর্ম্মতলার পুকুর
হার্ডিঞ্জলাট সাহেবের মূর্ত্তি	মনিউমেণ্ট
মনোহর দাসের পুকুর	যাদুঘর নূতন
ওয়েলেস্‌লি, গির্জ্জা	অপেরা হাউস
মিউনিসিপাল মার্কেট	রয়েল থিয়েটর
টেক্‌সো আপিস	ফ্রিস্কুল
সেণ্টভোমাস গির্জ্জা	তালতলার থানা

ক সাহেবের গির্জ্জা
সেণ্ট জেভিয়াস্ হিন্দুস্থানি গির্জ্জা।
উরোপিয় ফিমেল অর্ফান
াজরি পুকুর
াঙ্গাল ক্লব
ানয়াল পুকুর
পার্ক ষ্ট্রীট থানা
লিথগ্রাফি ব্রাঞ্চ সর্ব্বে আপিস
লারেটো হাউস
ফোটোগ্রাফি ব্রাঞ্চ
ছুর্গিনি আপিস বা লোহার থানা
সারবিয়ার জেনারেল্স আপিস
বেপটিষ্ট মিসন প্রেস
কের বাজার
ার স্থান
াবা পুকুর
বির্জ্জিতলা বা সেণ্টপলের গির্জ্জা
বোর্ড অফ একজামিনার আপিস
ভিক্টোরিয়া টাঙ্ক
ারস্থান পুকুর
কলগুস্ টাঙ্ক
েসটিংস-ব্রিজ
োরিন বাড়ী
েলের বাগান
িরেটের পোল
াপিতের বাজার

মাদ্রাসা কলেজ
কুমারটুলি
আশাইলাম
যাদুঘর পুরান
আউটরাম জেনারেল সাহেবের মূর্ত্তি
কোলিঙ্গের বাজার
কোমিসারিএট্ আপিস
তোমাস গির্জ্জা
তিনকোন পুকুর (পার্ক ষ্ট্রীটে)
সর্ব্বে অপিস
সেণ্ট সারবিয়ার জেনারেল্স কলেজ
বেপটিস্ মিসন গির্জ্জা
কোলিঙ্গের থানা
গোর স্থান
হাওলদারের পুকুর
এলিয়টুসটাঙ্ক
হিলসাহেবের বাজার
বিসপস্ প্রেস
সামন বস্তির থানা
সারপেণ্টাইন টাঙ্ক
বালিকাদের ইস্কুল (ইংরাজ)
খিদির পুর ব্রিজ
ঘোড় দৌড়ের মাঠ (রেসকোর্স)
বির্জ্জি পুকুর
চাঁদনির ডাক্তার থানা
ডিঃ গুপ্তর ডাক্তার থানা

লালবাজার	গুমগড়
জানবাজার	সেলার হোম
কেল্লা	লাল দিঘি
ভুলুপালের ঠাকুরবাটী	নেড়া গির্জ্জা
তালতলার বাজার	মেও নেটিভ হাঁসপাতাল
কাশীনাথ বাবুর বাজার বা নূতন বাজার এক্ষণে রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের বাজার।	
মদনমোহন ঠাকুরের বাটী	সিদ্ধেশ্বরী মাতার স্থান
সাজম্য পীরের স্থান	শিবুগোষের কালিবাড়ি
নন্দরাম সেনের মন্দির	ঠনঠনের কালিতলা
আনন্দময়ী বা নিমতলার কালিবাড়ি	
হালসির বাগানের দিঘি	গৌরমোহন আড্ডির স্কুল
বেঙ্গল থিয়েটার	হাটখোলার বাজার
লাল গীর্জ্জা	আদি ব্রহ্মসমাজ
শোভাবাজার	মুর্গির বাজার
গবর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্ট	আর্ট ষ্টুডিও
ষ্টার থিয়েটার	সঙ্গীত বিদ্যালয়
এমারল্ড থিয়েটার।	ন্যাসোন্যাল সার্কাস প্রেস
কাগলা বাগান বাজার	বটতলা
শ্যামবাজার	রাধাবাজার
সোনাগাজি	হরিতকির বাগান
গাঁড়াতলা	সানকি ভাঙ্গা
সানকি ভাঙ্গা	নাথের বাগান
নন্দন বাগান	ফৌজদারি বালাখানা
রায়ের পুকুর	কোম্পানির পুকুর

পুকুর	নেবুবাগান
খানা	ঝামাপুকুর
র বাগান	

(দক্ষিণ দিক)

: আপিস বা বড় ডাক ঘর	মিলেটরি একৌণ্টস্ আপিস
: আদালত	মেট কাফ্ হল
সনারি আপিস	কণ্টোলার মিলেটরি একৌণ্ট
ল ব্যাঙ্ক	

কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান দোকানদার।

হেনহার্ট, জে, জি, ১৩ নং গবর্ণমেণ্ট প্লেস।
কেলনার, জি, এফ কোং ৫৩ নং এস্‌প্লানেড রোড।
লুইসষ্টুয়াট কোং ৪ নং ডেলহাউসী স্কোয়ার।
লর্ড কোং ১৩ নং গবর্ণমেণ্ট প্লেস।
ম্যাণ্টন কোং ১৩ নং ওল্‌ডকোর্ট হাউস ষ্ট্রীট।
ওয়াট কোং ৫ নং রয়েলেশলি প্লেস।
কলিকাতা ট্রেডস এসোসিয়েসন ৯ নং ডেলহাউসি স্কোয়ার।
জেশপ কোং ৯৩ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
ডি, রোজারিও কোং ১২ নং ওয়াটর্‌লু ষ্ট্রীট।
…কুলচন্দ্র দাঁ এণ্ড নেফিউ ৮৪ নং ক্লাইব ঐ।
শি…চন্দ্র দত্ত কোং ৭ নং কৌন্‌সেল হাউস ঐ।
টি, …, টমসন ৯ নং এস্‌প্লানেড রো, পূর্ব্ব।
শি… দাঁ কোং ২৯,৩০ নং ক্লাইব ষ্ট্রীট।

স্কটটমসন কোং ১৪ নং গবর্ণমেণ্ট প্লেস।
সিটন কোং ৭৭,৮০ নং বেণ্টিক ষ্ট্রীট।
সলোমন কোং ৭ নং গবর্ণমেণ্ট প্লেস।
হারিম্যান কোং ১২ নং ঐ।
থ্যাকারস্পিঙ্ক কোং ৫। ৬ নং গবর্ণমেণ্ট প্লেস।
হেরল্ড কোং ৩ নং ডেলহাউসি স্কোয়ার।
ডবলিউ,এচ, হার্টন এণ্ড কোং ১। ২ নং ষ্ট্যাণ্ড রোড।
হণ্টার কোং ১৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।
আমাটি কোং ৬ নং চর্চ্চ লেন।
য়্যালেন জে, কোং ১৫ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।
এণ্ড্রুজ এণ্ড হেনরি ২৩ নং মিডেল রোড ইণ্টালি।
আনসিটন কোং ৩ নং ডেলহাউসি স্কোয়ার।
এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান রবারষ্ট্যাম্প কোং লালদিঘির সম্মুখে।
আনসি এচ কোং ৩৬ নং আলিজ বাবার্শ লেন।
বামাচরণ ভড় কোং ৩৭ নং রাধাবাজার।
বি, বানার্জি কোং ২৫ নং কর্ণয়ালিস ষ্ট্রীট।
ব্যাগেদট কোং ১৭।১৮।১৯ নং ওলডকোর্ট হাউস ষ্ট্রীট।
বিক কোং ২ নং ওয়েলেসলী প্লেস।
বোকেস্জান ৭ নং ঐ।
বিশ্বনাথ লাহা কোং ২ নং লারকিনস লেন।
ডি, এন, বিশ্বাস ৩২ নং ডেলহাউসি স্কোয়ার।
কে, সি, বিশ্বাস কোং ১—১ মিশন রো।
নূতন কলিকাতা প্রেস ডিপোজিটারী, ৩ নং বীডন স্কোয়ার।
বসু এণ্ড ব্রাদার্শ ১৫ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।
ব্রাউন কোং ১২ নং গবর্ণমেণ্ট প্লেস।
ক্যাস কোং ৭ ওয়েসলি স্কোয়ার।

বেঙ্গল পারবেরিং কোং লিমেটেড ১১৫ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট।

চন্দ্র ব্রাদার্স কোং ১১৩ ও ১১৪ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট।

কোন্‌স কোং বৌবাজার ষ্ট্রীট।

কুক কোং ১৮২।৮৩ নং ধর্ম্মতলা ঐ।

চক্রবর্ত্তী, সেন এণ্ড কোং ৩২।৩৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

কুক কেলভি কোং ২০ ওলডকোর্ট হাউস ঐ।

কারবার্টসন হার্কার ১০ নং গবর্ণমেণ্ট প্লেস।

ডে, এণ্ড কজিন ৯ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট।

ড্যাইক্স কোং ২৯ নং ওয়াটরলু ঐ।

এচ গাঙ্গুলি ১০।২০।২৪ নং ম্যাঙ্গো লেন।

ডিঃ, গুপ্ত এণ্ড কোং ধর্ম্মতলা।

হ্যামিল্টন কোং ৮ নং ওল্‌ডকোর্ট হাউস ষ্ট্রীট।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পুস্তকালয় ১৯ নং বৃন্দাবন বসা-
লেন ও ৩নং বিডন স্কোয়ার।

বেণীমাধব দে কোং ৩১৮ নং বটতলা।

রামন্‌সিজ হাতাওয়ে ৩ নং গবর্ণমেণ্ট প্লেস।

বেকার য্যাণ্ড কটনিক ৯ নং ওল্‌ড্‌কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট।

হ্যাক এণ্ড মরে ৬ নং হেষ্টিং ষ্ট্রীট।

গ্রিফিথ কোং ২১ নং ওল্‌ড কোর্ট হাউস।

র‍্যাঙ্কিন কোং ৪ নং ঐ

রবার্টসন কোং ৯ নং লালবাজার ষ্ট্রীট।

ডব্লু, কে, আর, বি, ৭।৮ নং ডেলহাউসি স্কোয়ার।

র‍্যালসটন ব্রাদার্স ১৯ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

দে, এণ্ড ব্রাদার্স প্রিন্টার ৬—১ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।

[illegible] এণ্ড কোং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

কলিকাতা স্কুল এবং কলেজের তালিকা।

আহিরীটোলা গবর্ণমেণ্ট এডেড বঙ্গবিদ্যালয় ২৬ নং বাবুরাম ঘোষের লেন।

অ্যালবার্ট কলেজ ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার।

বিসপস্ কলেজ ২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

বৌবাজার গবর্ণমেণ্ট এডেড ভার্ণাক্যুলার স্কুল ৭৫ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট।

কলিকাতা ফ্রিস্কুল ৫৮ নং ফ্রিস্কুল ষ্ট্রীট।

কলিকাতা হাইস্কুল ১৯৮ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট।

ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল ১০৯ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

সিটী কলেজ ৪৫ নং বেণেটোলা লেন, কলেজ স্কোয়ার।

ডভটন কলেজ ৫৪ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

ফ্রিচার্চ ইনষ্টিটিউশন নিমতলা ঐ।

জেনেরল এশেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশন কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার।

মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউশন শঙ্কর ঘোষের লেন।

ওরিয়েণ্টেল শেমিনারি ৩৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড।

প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং সংস্কৃত কলেজ, কলেজ স্কোয়ার।

শীল্সফী কলেজ হেলিডে ষ্ট্রীট।

সেণ্ট জেম্স স্কুল হেষ্টিংস ঐ।

সেণ্ট জেবিয়ার্শ কলেজ ১০।১১ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

সেণ্ট জেবির্শ ডে স্কুল ৫৬ নং বৌবাজার ঐ।

সাউথ সুবর্ব্বন স্কুল ১৯৮ নং রসাপাগলা রোড ভবানীপুর।

ইউজফুল স্কুল ৭৭ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

গবর্ণমেণ্ট এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শিবপুর।

গবর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্টস ১৬৩ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট।

হেয়ার স্কুল কলেজ ষ্ট্রীট। হিন্দু ইনিষ্টিটিউশন ৪৩ নং লেবুতলা লেন। হিন্দু স্কুল ৪ নং কলেজ স্কোয়ার।

লণ্ডন মিশন্যারি সোসাইটি ইনষ্টিটসন ২১৬ নং রসাপাগলা রোড। মাদ্রাসা কলেজ ২১ নং ওয়েলেশলী স্কোয়ার।

মেল অরফ্যানেজ এবং ডে স্কুল ১৫ নং পোর্টুগিজ চর্চ্চ ষ্ট্রীট।

মেডিকেল কলেজ ৪১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট

কলিকাতার প্রধান প্রধান ছাপাখানা।

আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড।

বঙ্গবাসী প্রেস ৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট। বিদ্যারত্ন প্রেস ২৮৫।৮ নং অপার চিৎপুর রোড। ষ্টানহোপ প্রেস বহুবাজার।

বরাট প্রেশ ৯২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট। বসু প্রেস ৩৩ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট। গিরীশ বিদ্যারত্ন প্রেস ৭৮ নং অপার সার-কুলার রোড, গুপ্তপ্রেস ১১২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। নূতন সংস্কৃত প্রেস ৬ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট। প্রাকৃত প্রেস ২৩ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। জি, পি, রায় এণ্ড কোং প্রেস। ২১ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট। সংস্কৃত প্রেস ৬২ নং আমহার্স্ট ষ্ট্রীট। শীল প্রেস ৩৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড। হিন্দু প্রেশ আহীরীটোলা। ক্রাউন প্রেস গোয়া-বাগান। গ্রেট ইডিন প্রেস ১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন রামায়ণ যন্ত্র মাণিকতলা ষ্ট্রীট। নূতন কলিকাতা প্রেস ৩ নং বীডন স্কোয়ার।

প্রধান ডিস্পেন্সারী।

ব্রাঞ্চ প্রেসিডেন্সী মেডিকেল হল ৪৯ নং চিৎপুর রোড সেণ্ট্রাল মেডিকেল হল পদ্মপুকুর রোড ভবানীপুর। ইলেকট্রিক মেডিকেল

হল ২৩ নং রসাপাগলা রোড। চিৎপুর মেডিকেল হল ২৯ নং চিৎপুর রোড। জেনারেল মেডিকেল হল ১৬ নং চেলোপটী রোড ভবানীপুর।

গ্রেট ইষ্টার্ণ মেডিকেল হল ১৬৭।১ নং অপার চিৎপুর রোড।

ওরিয়েণ্টাল য্যাপ থকেরিজ হল ১ নং কলেজষ্ট্রীট।

পিপল্‌স মেডিকেল হল ভবানীপুর।

ড্রগিষ্ট হল ৩৫।৩৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

ওয়েল্‌স মেডিকেল হল—১০৬ নং ফ্রি ষ্টল।

ইম্পিরিয়েল ড্রগিষ্টস্ হল ৩২।৩৩ কলেজষ্ট্রীট।

চিপ এণ্ড ক্যাস ডিস্পেন্‌সরি ১৮৯ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট।

ইউনিভার্শেল মেকিডেল হল ২৮৩ ২৮৪ নং অপার চিৎপুর রোড

দি কো আপারেটিভ্ ফারমাসি ৫৪ নং শোভাবার ষ্ট্রীট।

বেঙ্গল মেডিকেল হল ৫০ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

বিশ্বাস, সি, বি, কোং ৩১ নং কালীঘাট রোড।

ডাক্তার জগদ্বন্ধু ডিস্পেন্‌সরি ৩ কলেজ ষ্ট্রীট।

হোমিপপ্যাথিক।

বেরিনী কোং ১২ নং লাল বাজার ষ্ট্রীট।

বি, এল, ভাদুড়ী ৩৪ নং কর্ণওয়ালিস ঐ।

হোমিওপ্যাথিক ডিষ্ট্রীক্ট হল ১১১ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

এ, হিলার কোং ৭১ নং নিমতলা ষ্ট্রীট।

এল, ভি, মিত্র, ১ নং অপার সারকুলার রোড।

কলিকাতার প্রধান ডাক্তারগণের নাম।

পিলচার, জে, জি, ২১ নং ষ্ট্যাণ্ড রোড হাবড়া।

বার্কলে এ, মেডিকেল কলেজ, গবর্ণমেণ্ট সার্ভিস।

বার্চ্চই, এ (এম, ডি,) ৪৬ নং চৌরঙ্গী রোড ঐ।

রে. ডি. ও, সি, ৯ নং হেরিংটন ষ্ট্রীট।

কেলি এচ (এম, ডি,) ৩৬ নং চৌরঙ্গী রোড ঐ।

কালীপদ গুপ্ত (এম, বি,) ২৪ নং ওয়েলেশলী ষ্ট্রীট।

স্মিথ, ডি, বি,—২ নং লোডন ষ্ট্রীট।

মেকলিয়ড, কে (এম. ডি,) ৪ নং পার্ক ষ্ট্রীট গবর্ণমেন্ট সার্ভিশ।

উমেশচন্দ্র মিত্র শ্যামপুকুর।

জগদ্বন্ধু বসু (এম, ডি,) ২৮ নং চুনাপুকুর লেন।

লালমাধব মুখোপাধ্যায় ১ নং লালমাধব মুখোর লেন।

কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কাঁটাপুকুর বাগবাজার।

অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ১১নং লালমাধব মুখোর লেন।

দয়ালচন্দ্র সোম (এম, ডি,)। ৮৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

বি, এল, ভাদুড়ী ৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

নন্দলাল দে (এম, বি,) ১১২ নং অপার চিৎপুর রোড।

মহেন্দ্রলাল সরকার (এম, ডি,) ৭৩ নং শাখারীটোলা লেন।

ষ্যাণ্ডারশন, জে, ১৭ নং ওল্ড কোর্ট হৌস ষ্ট্রীট।

চেম্বার্শ এফ, ডবলিউ (এল, এম, এস,) ২৩; মাকুইস ষ্ট্রীট।

কোষলি টি, এম, (এম, আর, সি,) ৪ নং চৌরঙ্গী রোড।

ক্রম্প, ডবলিড, এচ, ১১৫ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

রাজেন্দ্রলাল দে (এম, বি,) নং মুর্ত্তিবাগান লেন।

গোবর্দ্ধনদত্ত (এল, এম, এস,) ৬৫ নং অপার চিৎপুর রোড।

হীরালাল ঘোষ। (এল, এম, এস,) আমহার্স ষ্ট্রীট।

মহেশচন্দ্র ঘোষ ঐ ঐ।

কর্ণেট, সি, এন, (এম ডি,) ৯ নং ডেলহৌসী স্কোয়ার।

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৮৪ নং রসাপাগলা রোড।

এস্ সি, মুখো ১৬০ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট।

রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক ১৯।২০ নং রসাপাগলা রোড।

এম্. এন, বানর্জী ৩৭১ অপর চিৎপুর রোড।

ইউ কে দত্ত ৩২২ ঐ

কলিকাতার প্রধান প্রধান কবিরাজগণ।

চন্দ্রকিশোর সেন ৩০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।

বসন্তকুমার কবিরাজ ৩৭ নং চিৎপুর রোড।

হরিনারায়ণ রায় বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

করুণাময় সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন ১৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড আয়ুর্ব্বেদবিহিত ঔষধালয়।

গোপালচন্দ্র সেন যোড়াসাকো।

গৌরীনাথ সেন ১৭ নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট।

গঙ্গাপ্রসাদ সেন ১৭ নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট।

অন্নদাপ্রসাদ সেন গুপ্ত হরিমোহন বাসুর লেন' বালাখানা।

কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত কবিরত্ন কম্বুলেটোলা।

কাশীপ্রসাদ দত্ত পোটোপাড়া, কালীঘাট রোড।

নিবারণচন্দ্র রায় দর্জীপাড়া।

নবীনচন্দ্র সেন ১৪০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

প্যারীমোহন সেন ৩৭ নং চিৎপুর রোড শোভাবাজার।

রসিকলাল গুপ্ত বৌবাজার।

আয়ুর্ব্বেদ-বিধি-বিহিত ঔষধালয় ১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

কালীশচন্দ্র সেন গুপ্ত। সীমুলিয়া।

বিনোদলাল সেন গুপ্ত আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয় ১৪৪ এবং ৩৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড। ফৌজদারী বালাখানা।

কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ধাত্রীগণ।

মিছেস বার্টন।—৭৪ নং ওয়েলেশলী ষ্ট্রীট।

বৃথমিষ্ট্রেস —৫১ নং ওয়েলেশলী ষ্ট্রীট।

মলয় মিডেন্।—২৫ নং গোলামশোভাম লেন সাউথ কলিঙ্গা।

নিস্তম্বিনী চট্টোপাধ্যায়।—১০৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

বসন্তকুমারী দত্ত।—৫৪—১ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

জগৎলক্ষ্মী ঘোষ।—২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।

লক্ষ্মীমণি।—কলেজ স্কোয়ার।

ভুবনমোহিনী বিশ্বাস।—শিবনারায়ণ দাসের লেন।

থাকমণি রায়।—২১০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।

কলিকাতাস্থ "কনস্থলেটের" নাম ও ঠিকানা।

আমেরিকা, ৩, ইসপ্ল্যানেড রো। অসট্রো-হাংগেরি, ১৩৬, ক্যানিং-ষ্ট্রীট। ডেনমার্ক, ৪ ফেয়ারলী প্লেস। ফ্র্যান্স ৫ উডষ্ট্রীট। জারম্যান সাম্রাজ্য, ২-৩ ক্লাইভ রো। হেলেনিক, ৪ ষ্ট্রীট কপলর। গ্রীস, ২৩, ক্যানিংষ্ট্রীট। ইতালি ৩৯, পার্কষ্ট্রীট। নেদারল্যাণ্ডস, ১১, লালবাজার। পারস্য, ৫, বেন্টিক ষ্ট্রীট্। পোর্টুগ্যাল, ১, ব্যানসিটার্ট রো। সাইয়াম, ১৯, রাধাবাজার। স্পেন, ১, ব্যানসিটার্ট্ রো। সুইডিস্-নরওয়েজিয়ান, ৩, নূতন চীনাবাজারষ্ট্রীট।

সম্পূর্ণ